অধ্যায় ০৮

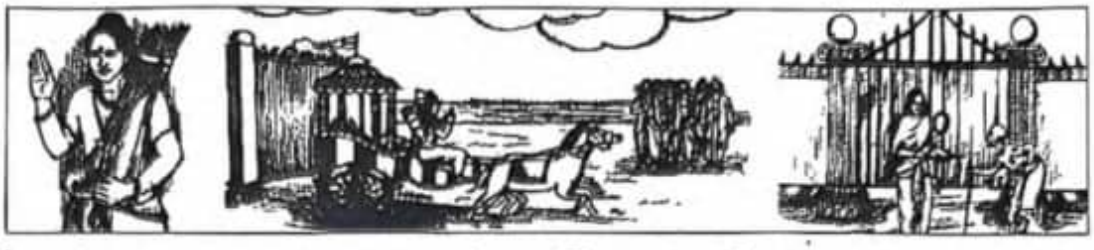

ধর্মীয় উপাখ্যান ও নৈতিক শিক্ষা

Religious Episodes and Moral Education

এ অধ্যায়ে অনন্য A+ সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▶ পাঠ- ১ : ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব ▶ পাঠ-২ : মানবতার ধারণা ▶ পাঠ-৩ : রন্তিবর্মার মানবতা ▶ পাঠ- ৪ ও ৫ সৎসাহসের ধারণা।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

মানুষ সাধারণভাবে ধর্মভীরু। যে যত শক্তিশালী হোক না কেন, যত প্রভাব প্রতিপত্তি থাকুক না কেন, ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করে না এমন মানুষ সমাজে দুর্লভ। অর্থাৎ সমাজে যাঁরা সজ্জন, তাঁরা সকলেই ধর্মকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন এবং ধর্মের নিয়মকানুন, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেন। আর এ ধর্মের বিধিবিধান রয়েছে ধর্মগ্রন্থে। মানুষ সহজাত কিছু প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেমন— ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসাদ্বেষ, লোভ-লালসা ইত্যাদি। এ প্রবৃত্তিগুলো থাকলেই তাকে মানুষ বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ পশুপাখি, জীবজন্তু, এমনকি ইতর প্রাণীর মধ্যেও এ প্রবৃত্তিগুলো বিদ্যমান। সুতরাং মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন তার মধ্যে মানবতা নামক মহৎ গুণটি বিদ্যমান থাকবে। অনেক অনেক দিন আগের কথা। রন্তিবর্মা নামে এক প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। তাই শ্রীকৃষ্ণে সব কিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করেন। 'সাহস' কথাটির অর্থ- ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। 'সৎ' শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস। স্বাধীনতা রক্ষা করতে যার যতটুকু শক্তি আছে, তা প্রয়োগ করা বা কাজে লাগানোর সৎসাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা তরণীসেনের মতো সৎসাহসী হব। দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে কখনো পিছপা হব না।

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ৩১৪
  - বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৩১৪
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৩১৪
  - শিখনফল বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ৩১৪
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ৩১৫
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ৩১৫
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩১৬
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ৩১৬
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে ---- পৃষ্ঠা ৩১৬
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩২০
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩২২
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ৩২৪
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত ---- পৃষ্ঠা ৩২৪
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত ---- পৃষ্ঠা ৩২৫
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---- পৃষ্ঠা ৩৩২
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত ---- পৃষ্ঠা ৩৩৫
  - অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---- পৃষ্ঠা ৩৩৬
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ৩৩৭
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ৩৩৭

PART 01

বিশ্লেষণ Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ — সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৫–২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	১	০	৩	১	২	১	২	১	১	১	২	১	১	০	১	১	২	১
২০২০	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১
২০১৯	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	০	০
২০১৮	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	০
২০১৭	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	২	০	০	০
২০১৬	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	২	১	০	০
২০১৫	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	৪	০	০	০
মোট	১৩	৫	১৫	৬	১৪	৬	১৪	৬	১৩	৬	১৪	৬	১৩	৫	১৩	৬	৪	২

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

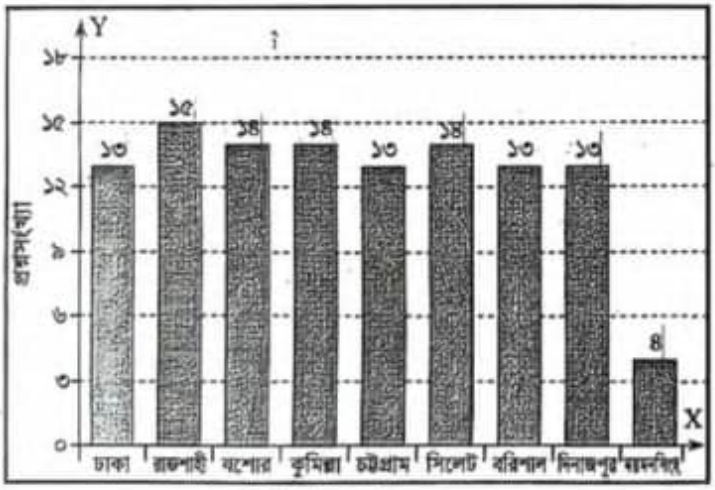

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

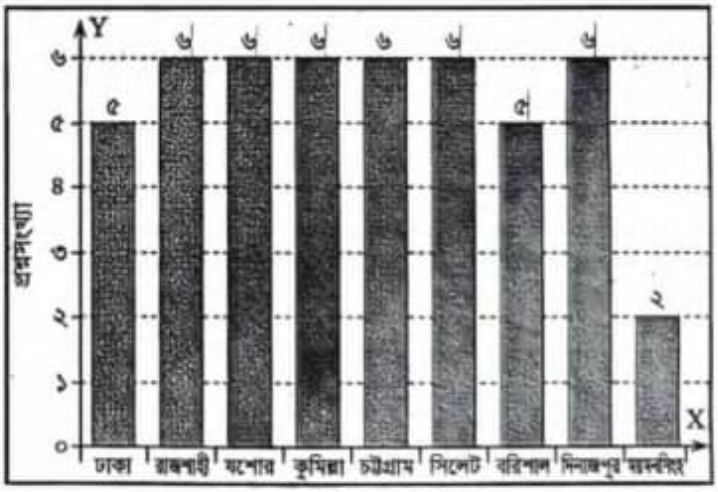

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

শিখনফল বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের শিখনফল বোর্ড মার্কিংয়ের মাধ্যমে নিচের ছকে তা দেখানো হলো–

শিখনফল	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
শিখনফল ১ : ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।		30
শিখনফল ২ : মানবতার ধারণাটির ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '১৯; রা. বো. '২৪, '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; ব. বো. '১৯; দি. বো. '১৯; ম. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৮, '১৬]	70
শিখনফল ৩ : মানবতার দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২০; রা. বো. '২০, '১৯; য. বো. '২৪, '২০; '১৯; কু. বো. '২০, '১৯; চ. বো. '২৪, '২০, '১৯; সি. বো. '২৪, '২০, '১৯; ব. বো. '২০; দি. বো. '২০, '১৯; ম. বো. '২০; সকল বোর্ড '১৮, '১৬]	70
শিখনফল ৪ : বর্ণিত উপাখ্যানের শিক্ষা চিহ্নিত করতে পারব।	[দি. বো. '২৪]	30
শিখনফল ৫ : সমাজ ও পারিবারিক জীবনে এ শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।		30
শিখনফল ৬ : নৈতিক সৎসাহস ধারণার ধর্মীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।	[রা. বো. '২৪, '২০; য. বো. '২০; কু. বো. '২৪; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০; দি. বো. '২৪; ম. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৮]	70
শিখনফল ৭ : সৎসাহসের দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব।	[য. বো. '২৪; কু. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৮]	30
শিখনফল ৮ : বর্ণিত উপাখ্যানের শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।	[ঢা. বো. '২০, '১৯; কু. বো. '২০; চ. বো. '২৪, '২০; সি. বো. '২৪; ব. বো. '১৯; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]	50

PART 02 অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০১

১. যুগে যুগে মানুষ কীসের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে? উ: সত্যের
২. ধর্মীয় উপাখ্যান আমাদের কী শিক্ষা দেয়? উ: নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে
৩. ধর্মগ্রন্থের কাহিনীগুলোকে কী বলা হয়? উ: উপাখ্যান
৪. ধর্মের বিধিবিধান রয়েছে কোথায়? উ: ধর্মগ্রন্থে
৫. মানুষের সৎপথে চলার উপদেশ রয়েছে কোথায়? উ: ধর্মগ্রন্থে
৬. মানুষ ধর্মগ্রন্থকে মান্য করে। বাক্যটিতে কী ফুটে উঠেছে? উ: ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা
৭. ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশিত করা হয়েছে কেন? উ: সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতে
৮. ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করে আমরা কী শিখব? উ: নৈতিক শিক্ষা

মানবতার ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০২

৯. মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? উ: মানবতার জন্য
১০. মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায় কীসের দ্বারা? উ: মানবতার দ্বারা
১১. মানুষের মানবতা হচ্ছে কী? উ: ধর্ম
১২. অত্যাচারীর কবল থেকে কাকে রক্ষা করতে হবে? উ: দুর্বলকে
১৩. যুগে যুগে মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছে কেন? উ: সত্যের সাধনায়
১৪. মানবজাতির কল্যাণের পথ কী? উ: জীবের দয়া
১৫. মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি কী? উ: হিংসা-দ্বেষ করা
১৬. মানবতা কোন ধরনের গুণ? উ: নৈতিক গুণ
১৭. যার মানবতা নেই তাকে কী বলা যায় না? উ: মানুষ
১৮. মানুষ হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন? উ: মানবিক গুণাবলি
১৯. মহত্ত্বের উৎস কী? উ: মানবতা
২০. মানবতা কীসের অঙ্গ? উ: ধর্মের
২১. মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে কী বলা হয়? উ: মানবতা
২২. মানুষ মঙ্গলের জন্য কী বরণ করেছে? উ: দুঃখ
২৩. শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা কিসের অপর নাম? উ: মানবতার

রন্তিবর্মার মানবতা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০৩

২৪. শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই একমাত্র সম্পদ জ্ঞান করতেন কে? উ: রন্তিবর্মা
২৫. রাজা রন্তিবর্মা কে ছিলেন? উ: একজন বৈষ্ণব
২৬. রন্তিবর্মা কার ভক্ত ছিলেন? উ: শ্রীকৃষ্ণের
২৭. রাজা রন্তিবর্মা অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করে উপবাস ছিলেন কত দিন? উ: আটচল্লিশ দিন
২৮. সম্রাট হয়েও কে পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন? উ: রন্তিবর্মা
২৯. শ্রীকৃষ্ণ সবকিছু সমর্পণ করে একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন কে? উ: রাজা রন্তিবর্মা
৩০. রাজা রন্তিবর্মাকে উনপঞ্চাশ দিবসে কে খাবার দিয়েছিল? উ: এক ভক্ত
৩১. ভিক্ষুকের সাথে কী ছিল? উ: একটি কুকুর
৩২. রাজ রন্তিবর্মার চোখে জল এলো কেন? উ: ভিক্ষুকের করুণ অবস্থা দেখে

সৎসাহসের ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০৪

৩৩. তরণীসেনের পিতার নাম কী? উ: বিভীষণ
৩৪. বিভীষণের পুত্রের নাম কী ছিল? উ: তরণীসেন
৩৫. যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো কাদের কর্তব্য? উ: বীরের কর্তব্য
৩৬. রাবণ কোন যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? উ: ত্রেতা যুগে
৩৭. ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা কার ধর্ম? উ: বীরের
৩৮. রাবণের ভাইয়ের নাম কী? উ: বিভীষণ
৩৯. রাবণ সীতাকে কোথায় বন্দী করে রাখে? উ: অশোক বনে
৪০. বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী? উ: সরমা
৪১. 'সাহস' কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়? উ: নির্ভীকতা
৪২. 'সৎ' শব্দের অর্থ কী? উ: সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা
৪৩. অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করাকে কী বলে? উ: সৎ সাহস
৪৪. অত্যাচারীর কবল থেকে কাকে রক্ষা করতে হবে? উ: দুর্বলকে
৪৫. কার চক্রান্তে রাম চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গিয়েছিলেন? উ: কৈকেয়ী
৪৬. শ্রীরামচন্দ্রের সাথে কে কে বনে গমন করেন? উ: স্ত্রী সীতা ও ভাই লক্ষণ
৪৭. কার এহেন বিবেচনা দেখে রাম বিস্মিত হলেন? উ: রাবণের
৪৮. কারা মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে না? উ: ভীরুরা
৪৯. অযোধ্যার রাজা ছিলেন কে? উ: দশরথ
৫০. দশরথের কয় রানি ছিলেন? উ: তিন রানি
৫১. রাম কার পুত্র? উ: কৌশল্যার
৫২. কৈকেয়ীর পুত্রের কে? উ: ভরত
৫৩. সুমিত্রার কয় পুত্র? উ: দুই পুত্র
৫৪. রাম বনে গমন করেন কত বছরের জন্য? উ: চৌদ্দ বছরের জন্য
৫৫. রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনে গমন করে কেন? উ: পিতৃ সত্য পালন করতে
৫৬. রাক্ষস রাজা ছিলেন কে? উ: রাবণ
৫৭. সীতাকে হরণ করেন কে? উ: রাবণ
৫৮. রাম লঙ্কা আক্রমণ করেন কেন? উ: সীতাকে উদ্ধার করতে
৫৯. রাম লক্ষণ যুদ্ধ করেন কোন বাহিনীর সাথে? উ: রাক্ষস বাহিনীর সাথে
৬০. লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় তরণীসেনের বয়স কত ছিল? উ: বারো বছর

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. রামায়ণে কোন যুগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে?
ক সত্য খ দ্বাপর
গ ত্রেতা ঘ কলি

২. তোমার পঠিত উপাখ্যানে তরণীসেনের চরিত্রে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
i. আত্মত্যাগ
ii. দেশপ্রেম
iii. নির্বুদ্ধিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রামতনু টেলিভিশনের খবরে জানতে পারেন তাদের পার্শ্ববর্তী উপজেলা বন্যাকবলিত। প্রবল স্রোত ও দুর্যোগের কারণে উপদ্রুত এলাকার অধিবাসীদের উদ্ধার করা বা সাহায্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বিধায় তারা জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। রামতনু তখনই একটি নৌকা নিয়ে তাদের উদ্ধার করতে যায় এবং সাধ্যমত উদ্ধারে ব্রতী হয়।

৩. অনুচ্ছেদে রামতনুর বন্যাকবলিতদের উদ্ধার করার কাজটি হলো—
i. কর্তব্যনিষ্ঠা
ii. জীবসেবা
iii. সৎসাহস
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i খ iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. কোন মূল্যবোধটি রামতনুকে বন্যার্তদের উদ্ধার করার কাজটি করতে উদ্বুদ্ধ করে?
ক মানবতাবোধ
খ দয়া
গ সহিষ্ণুতা
ক ঘ ক্ষমা

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব ▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১০১

৫. যুগে যুগে মানুষ কীসের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ক সত্যের খ জ্ঞানের
ক গ ত্যাগের ঘ সান্নিধ্যের

৬. ধর্মীয় উপাখ্যান আমাদের শিক্ষা দেয়— [গভ. স্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
ক ব্রাহ্মণ হতে খ সমাজপতি হতে
ঘ গ সন্ন্যাসী হতে ঘ নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে

৭. ধর্মগ্রন্থের কাহিনীগুলোকে বলা হয়—
[নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
ঘ ক গল্প খ কাব্য গ ছন্দ ঘ উপাখ্যান

৮. মানুষ সাধারণভাবে ধর্মভীরু। বাক্যটিতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক ধর্মপালন করে না খ ধর্মপালন করে
খ গ ধর্মহীনতা ঘ বৈরাগ্যতা

৯. ধর্মের বিধিবিধান রয়েছে—
গ ক গদ্য গ্রন্থে খ কাব্যগ্রন্থে গ ধর্মগ্রন্থে ঘ মহাকাব্যে

১০. মানুষকে সৎপথে চলার উপদেশ রয়েছে—
ক ক ধর্মগ্রন্থে খ কাব্যগ্রন্থে গ প্রবন্ধগ্রন্থে ঘ গল্পগ্রন্থে

১১. মানুষ ধর্মগ্রন্থকে মান্য করে। বাক্যটিতে ফুটে উঠেছে—
ক ধর্মগ্রন্থের প্রতি শ্রদ্ধা খ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা
ক গ ধর্ম পালন করা ঘ ধর্মগ্রন্থ পড়া

১২. ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশিত করা হয়েছে কেন?
ক ধর্মের বন্ধন দৃঢ় করতে খ সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতে
গ গ সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতে ঘ পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে

১৩. ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করে আমরা শিখব—
ক অন্যায় শিক্ষা খ অসামাজিক শিক্ষা
ঘ গ অনৈতিক শিক্ষা ঘ নৈতিক শিক্ষা

১৪. সেই অধার্মিক, যার— [জিন্নাতুননিসা নূর স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. জীবনবোধ নেই
ii. নৈতিক মূল্যবোধ নেই
iii. ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রনবোধ নেই
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. হিন্দুদের গ্রন্থগুলো হলো—
i. বেদ, উপনিষদ
ii. রামায়ণ, মহাভারত
iii. পুরাণ, ভাগবত
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে যে উপদেশ রয়েছে—
i. সৎপথে চলার
ii. অসৎ পথে চলার
iii. ন্যায়ের পথে চলার
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শুভ্র এবং বিনয় নৈতিক শিক্ষা শিরোনামে একটি করে রচনা লিখল। শুভ্রের লেখা রচনাটিতে ধর্মীয় উপাখ্যানের ব্যবহার করা হয়েছে। তাই তার লেখাটিই সবাই পছন্দ করল। অন্যদিকে, বিনয়ের লেখা সম্পর্কে কেউ কোনো মন্তব্যই করল না।

১৭. শুভ্র কোন বিষয়টির মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করে?
ক ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে খ ধর্মীয় উপাখ্যানের মাধ্যমে
গ গ গুরুর মাধ্যমে ঘ আধ্যাত্মিক ভাবের মাধ্যমে

১৮. শুভ্রের লেখা সবাই পছন্দ করল, কারণ—
i. গল্পের ছলে সবাই নৈতিক শিক্ষা পাবে
ii. পাপ কাজ থেকে বিরত থেকে পুণ্য কাজ করবে
iii. সমাজে শান্তি বিরাজ করতে সহায়তা করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রীদেব আধুনিক হলেও ধর্মভীরু। শিক্ষা জীবনে তাঁকে ধর্মহীন করতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হলেও সে ফাঁদে শ্রীদেব পা দেয় নি। তাই সকলে তাকে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।

১৯. শ্রীদেবের আচরণ থেকে তুমি কী শিক্ষা গ্রহণ করবে?
ক ধৈর্যশীলতার খ অধ্যবসায়ের
ক গ কঠোর হওয়ার ঘ পরিশ্রমীর

২০. শ্রীদেবের নৈতিক শিক্ষা গ্রহণে–
i. ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম
ii. ধর্মীয় উপাখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম
iii. বিবেকের গুরুত্ব অপরিসীম
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

মানবতার ধারণা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১০২

২১. মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? [ম. বো. '২৪]
(ক) মানবতার জন্য (খ) পাশবিকতার জন্য
ক (গ) হিংসা-বিদ্বেষের জন্য (ঘ) আহার ও নিদ্রার জন্য

২২. মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়— [জিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) মানবতা দ্বারা (খ) উদারতা দ্বারা
ক (গ) দানশীলতার দ্বারা (ঘ) পরিশ্রম দ্বারা

২৩. মানুষের মানবতা হচ্ছে কী? [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
ক (ক) ধর্ম (খ) কর্ম
(গ) পেশা (ঘ) নেশা

২৪. নিচের কোনটি মানবতাবোধ? [গভ. ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা]
(ক) কর্ম করা (খ) অপরের কষ্ট অনুভব করা
খ (গ) জ্ঞানার্জন করা (ঘ) দেব-দেবীদের ভক্তি করা

২৫. অত্যাচারীর কবল থেকে কাকে রক্ষা করতে হবে? [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) সবলকে (খ) সাহসীকে
গ (গ) দুর্বলকে (ঘ) বীরকে

২৬. মনু + ষ = 'x'। এখানে 'x' এর সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
(ক) মানুষ (খ) মানবতা
ক (গ) মানবিক (ঘ) মানবীয়

২৭. যুগে যুগে মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছে কেন? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
(ক) সত্যের সাধনায় (খ) মিথ্যার সাধনায়
ক (গ) জীবের কর্ম (ঘ) জীবের সাধনা

২৮. মানবজাতির কল্যাণের পথ কী? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ]
(ক) জীবের আনন্দ (খ) জীবের দয়া
খ (গ) জীবের কর্ম (ঘ) জীবের সাধনা

২৯. মানুষ শব্দের প্রত্যয় চিহ্নিত কর–
(ক) মন + ষ (খ) মনু + ষ
খ (গ) মানু + ষ (ঘ) মান + ষ

৩০. মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি হলো–
(ক) কাজ করা (খ) উপার্জন করা
ঘ (গ) ব্যয় করা (ঘ) হিংসা-দ্বেষ করা

৩১. যার 'ক্ষুধা-তৃষ্ণা' আছে আমরা তাকে কী বলব?
(ক) ফেরেস্তা (খ) মানুষ
খ (গ) দেবতা (ঘ) ঈশ্বর

৩২. মানুষ কোনো জীবজন্তু থেকে আলাদা হলে তখন তাকে মনে হবে–
(ক) প্রকৃত মানুষ (খ) স্বাভাবিক মানুষ
ক (গ) অস্বাভাবিক মানুষ (ঘ) অমানুষ

৩৩. মানুষের ভালো গুণকে বলা হয়–
(ক) প্রকৃত মানুষ (খ) স্বাভাবিক মানুষ
গ (গ) মানবতা (ঘ) অমানবিকতা

৩৪. মানবতা একটি বিশেষ–
(ক) নৈতিক গুণ (খ) সাধারণ গুণ
ক (গ) সামাজিক গুণ (ঘ) ধর্মীয় গুণ

৩৫. ধর্মের অঙ্গ কোনটি?
(ক) ক্রোধ (খ) ভয়
ঘ (গ) হিংসা (ঘ) মানবতা

৩৬. সমাজবদ্ধ জীব নিচের কোনটি?
(ক) পশু (খ) পাখি
গ (গ) মানুষ (ঘ) হিংস্র প্রাণী

৩৭. মানুষ কোথায় বাস করে?
(ক) গাছে (খ) সমাজে
খ (গ) পানিতে (ঘ) জঙ্গলে

৩৮. মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে বলা হয়–
(ক) হিংসা (খ) বিদ্বেষ
ঘ (গ) অমানবতা (ঘ) মানবতা

৩৯. মানুষ মঙ্গলের জন্য কী বরণ করেছে?
ঘ (ক) সুখ (খ) দুঃখ (গ) আনন্দ (ঘ) উল্লাস

৪০. শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা কিসের অপর নাম?
(ক) হিংসার (খ) বিদ্বেষের
গ (গ) লোভের (ঘ) মানবতার

৪১. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো– [পাবনা জেলা স্কুল]
i. ক্ষুধা, তৃষ্ণা
ii. অহিংসা-দ্বেষ
iii. লোভ-লালসা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪২. মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে– [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. দরদ
ii. বিদ্বেষ
iii. মমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
গ (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪৩. মানুষ ভয় করে–
i. ঈশ্বরকে
ii. সৃষ্টিকর্তাকে
iii. দেব-দেবীকে
নিচের কোনটি সঠিক?
গ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) i ও ii (ঘ) i, ii ও iii

৪৪. মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়–
i. মানবতার জন্য
ii. শক্তির জন্য
iii. সাহসের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪৫. মানবতার গুণ হলো–
i. সহিষ্ণুতা, ক্ষমা
ii. দয়া, চুরি না করা
iii. শুদ্ধ বুদ্ধি, অক্রোধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪৬. মানবতা বলতে বোঝায়–
i. মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা
ii. মমত্ববোধ
iii. অন্যায় কাজ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪৭. মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে–
i. দরদ
ii. সংবেদনশীলতা
iii. মমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৮ ও ৪৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একদিন বাবান স্কুলে যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে এক ক্ষুধার্ত লোক দেখতে পেল। ও লোকটিকে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে? উত্তরে লোকটি বলল ২ দিন সে কিছু খায়নি। তখন বাবান ওর টিফিন বক্সটি লোকটিকে দিয়ে দিল। [জিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

৪৮. বাবানের চরিত্রের গুণটিকে কী বলব?
i. সৎসাহস
ii. মানবতা
iii. জীবসেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) সবগুলো

৪৯. বাবান যে কাজটি করল। তা হলো—
i. জীবসেবা
ii. সৎসেবা
iii. আত্মসেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) সবগুলো

রন্তিবর্মার মানবতা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১০৩

৫০. অযাচক বৃত্তি হলো— [ঢা. বো. '২৪]
(ক) কারও কাছে যা খুশি চাওয়া
(খ) চাপ দিয়ে দান আদায় করা
(গ) ভিক্ষা বৃত্তি করা
ঘ (ঘ) কেউ ইচ্ছা বা দয়া করে কিছু দান করা

৫১. মিতু নিজে অভুক্ত থেকে অন্যদের মাঝে তার খাবার বিলিয়ে দেয়। মিতুর কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে— [রা. বো. '২৪]
(ক) সহনশীলতা (খ) সততা
ঘ (গ) সাহসিকতা (ঘ) মানবতা

৫২. ডা. সুবর্ণা রায় অসুস্থ মানুষদের অর্থ ও ঔষধ দিয়ে সাহায্য করেন। ডাঃ সুবর্ণা রায়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে— [ব. বো. '২৪]
(ক) সামাজিকতা (খ) মহানুভবতা
ঘ (গ) সাহসিকতা (ঘ) মানবতাবোধ

৫৩. শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই একমাত্র সম্পদ জ্ঞান করতেন কে? [ম. বো. '২৪]
(ক) দেববর্মা (খ) প্রিয়বর্মা
ঘ (গ) কান্তিবর্মা (ঘ) রন্তিবর্মা

৫৪. রাজা রন্তিবর্মা ছিলেন একজন— [সকল বোর্ড '১৯]
(ক) শৈব (খ) শাক্ত
ঘ (গ) জৈন (ঘ) বৈষ্ণব

৫৫. মহত্ত্বের উৎস কী? [সকল বোর্ড '১৬]
(ক) মানসিকতা (খ) সম্পদ
গ (গ) মানবতা (ঘ) জ্ঞান

৫৬. রন্তিবর্মা কার ভক্ত ছিলেন? [বিদ্যুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল; নোয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) বিষ্ণু (খ) শিব
গ (গ) কৃষ্ণ (ঘ) রাম

৫৭. রাজা রন্তিবর্মা অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করে উপবাস ছিলেন কত দিন? [কুমিল্লা জিলা স্কুল]
(ক) সাতচল্লিশ দিন (খ) আটচল্লিশ দিন
খ (গ) উনপঞ্চাশ দিন (ঘ) পঞ্চাশ দিন

৫৮. রাজা রন্তিবর্মার রাজ্যের প্রজাগণ বসবাস করত—
(ক) কষ্টে (খ) দুঃখে
ঘ (গ) অশান্তিতে (ঘ) শান্তিতে

৫৯. রাজা রন্তিবর্মার সম্পদ বলে জ্ঞান করতেন—
(ক) শিবের চরণকে (খ) শ্রীকৃষ্ণের চরণকে
খ (গ) বীরবাহুর চরণকে (ঘ) রামের চরণকে

৬০. রাজা রন্তিবর্মাকে উনপঞ্চাশ দিবসে কে খাবার দিয়েছিল?
(ক) এক ভক্ত (খ) এক প্রজা
ক (গ) এক ভিক্ষুক (ঘ) এক শিশু

৬১. ভিক্ষুকের সাথে কী ছিল?
(ক) গরু (খ) ছাগল
গ (গ) কুকুর (ঘ) বিড়াল

৬২. রাজা রন্তিবর্মার চোখে জল এলো কেন?
(ক) ভিক্ষুকের করুণ অবস্থা দেখে (খ) ভিক্ষুকের আনন্দ দেখে
ক (গ) ভিক্ষুকের হাসি দেখে (ঘ) ভিক্ষুকের সুখ দেখে

৬৩. অযাচকবৃত্তি বলতে বোঝায়— [সকল বোর্ড '১৫]
i. কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না
ii. লোকে ইচ্ছে করে যা দিবে তাই দিয়ে দিন যাপন করতে হবে
iii. খাওয়ার ইচ্ছা হলে সামান্য আহার করা যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i (খ) i ও ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৬৪ ও ৬৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ধর্মপ্রাণ গৃহিণী উষা দেবী পরিবারের সবাইকে নিয়ে খেতে বসেছেন দুপুর বেলা। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। দরজা খুলে তিনি দেখলেন দরজায় এক বৃদ্ধ ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে আছে। উষা দেবীর মন করুণায় ব্যথিত হলো। বৃদ্ধ ভিক্ষুককে তিনি সযত্নে খেতে দিলেন। [বরিশাল সরকারি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়]

৬৪. উষা দেবীর আচরণে কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) মমতা (খ) সৎসাহস
ঘ (গ) শ্রদ্ধাবোধ (ঘ) মানবতা

৬৫. মানবতা গুণ অর্জন করলে আমাদের—
i. মহত্ত্ব প্রকাশ পাবে
ii. নিজের পুণ্য হবে এবং অপরেরও কল্যাণ হবে
iii. অন্যের উপকার হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬৬ ও ৬৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কালীনগর গ্রামের একজন কৃষ্ণভক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সবকিছু ছেড়ে অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তার মতো মানুষ একালে খুব কমই দেখা যায়।

৬৬. উদ্দীপকে 'অযাচক' শব্দটি দ্বারা কী বোঝায়?
(ক) পেট পুরে খাওয়া (খ) উপবাস থাকা
গ (গ) লোকের ইচ্ছায় জীবনযাপন (ঘ) খাবার বিলান

৬৭. নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়—
i. মানবতাবোধ
ii. অযাচক বৃত্তি
iii. তৃপ্তি সহকারে খাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৎসাহসের ধারণা ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ১০৪

৬৮. তরণীসেনের পিতার নাম— [রা. বো. '২৪]
(ক) বিভীষণ (খ) রাবণ
ক (গ) রন্তিবর্মা (ঘ) দশরথ

৬৯. সুমিত্রার পুত্রদের নাম— [রা. বো. '২৪]
(ক) লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন (খ) রাম ও লক্ষ্মণ
ক (গ) ভরত ও শত্রুঘ্ন (ঘ) রাম ও ভরত

৭০. বিভীষণের পুত্রের নাম কী ছিল? [কু. বো. '২৪; সি. বো. '২৪; দি. বো. '২৪; সকল বোর্ড '২০]
(ক) তরনী সেন (খ) লক্ষ্মণ
ক (গ) মেঘনাদ (ঘ) বালি

৭১. রাজা দশরথ কোন যুগের রাজা ছিলেন? [সি. বো. '২৪]
(ক) সত্য (খ) ত্রেতা
খ (গ) দ্বাপর (ঘ) কলি

৭২. যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো— [সকল বোর্ড '২০]
(ক) বীরের ভূষণ (খ) বীরের কর্তব্য
খ (গ) বীরের আনন্দ (ঘ) বীরের তেজস্বিতা

৭৩. রাবণ কোন যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? [সকল বোর্ড '১৯]
(ক) সত্য (খ) ত্রেতা
খ (গ) দ্বাপর (ঘ) কলি

৭৪. তরণী সেনকে দেখে রামের বিস্মিত হওয়ার কারণ— [সকল বোর্ড '১৭]
(ক) বিভীষণের মিথ্যাচার (খ) রাক্ষস বাহিনীর পরাজয়
ক (গ) লঙ্কার বীরদের আত্মত্যাগ (ঘ) রাবণের অবিবেচনাপ্রসূত কাজ

৭৫. ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা কার ধর্ম? [সকল বোর্ড '১৭]
ⓚ জ্ঞানীর ⓚ ধার্মিকের
ঘ ⓖ যোগীর ⓖ বীরের

৭৬. রাবণের ভাইয়ের নাম কী? [সকল বোর্ড '১৬]
ⓚ লক্ষণ ⓚ দশরথ
গ ⓖ বিভীষণ ⓖ রাম

৭৭. নিচের কোন দুইজন সুমিত্রার পুত্র? [সকল বোর্ড '১৫]
ⓚ রাম ও ভরত ⓚ নকুল ও সহদেব
ঘ ⓖ ভীম ও অর্জুন ⓖ লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন

৭৮. রাবণ সীতাকে কোথায় বন্দী করে রাখে? [বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল]
ⓚ পঞ্চবটী বনে ⓚ অশোক বনে
খ ⓖ এদেন বনে ⓖ রাজ কারাগারে

৭৯. 'শত্রুঘ্ন' কোন মায়ের গর্ভের সন্তান ছিলেন? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ⓚ কৌশল্যা ⓚ কৈকেয়ী
গ ⓖ সুমিত্রা ⓖ সুচিত্রা

৮০. 'ওহে মিত্র বিভীষণ' কে এই বালক? কার উক্তি? [বগুড়া জিলা স্কুল]
ⓚ রাবণের ⓚ রামের
খ ⓖ যাদবের ⓖ লক্ষণের

৮১. বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী? [বগুড়া জিলা স্কুল;ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]
ⓚ সরমা ⓚ পরমা
ক ⓖ সাবিত্রী ⓖ গায়ত্রি

৮২. তরণীসেনকে মারার জন্য রাম ধনুকে কী অস্ত্র যোজনা করলেন? [কুমিল্লা জিলা স্কুল]
ⓚ বৈষ্ণব ⓚ অঞ্জলী
ক ⓖ ব্রহ্মাস্ত্র ⓖ দিব্যাস্ত্র

৮৩. 'সাহস' কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ⓚ ভয় ⓚ ভীতু
গ ⓖ নির্ভীকতা ⓖ ভীরু

৮৪. 'সৎ' শব্দের অর্থ কী?
ⓚ অসৎ পথে চলা ⓚ সৎ পথে চলা
খ ⓖ অন্যায় পথে চলা ⓖ মন্দ পথে চলা

৮৫. অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করাকে বলে—
ⓚ অসৎ সাহস ⓚ মন্দ সাহস
ঘ ⓖ অন্যায় সাহস ⓖ সৎ সাহস

৮৬. অত্যাচারীর কবল থেকে কাকে রক্ষা করতে হবে?
ⓚ দুর্বলকে ⓚ সবলকে
ক ⓖ সাহসীকে ⓖ বীরকে

৮৭. সৎসাহসের প্রয়োজন হয় কেন?
ⓚ অত্যাচার করতে ⓚ অত্যাচারীকে প্রতিহত করতে
খ ⓖ দুর্বলকে প্রতিহত করতে ⓖ অকারণে

৮৮. কারা মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে না?
ⓚ বীরেরা ⓚ যোদ্ধারা
ঘ ⓖ ন্যায়কারীরা ⓖ ভীরুরা

৮৯. সমাজ, দেশ, জাতি যাদের দ্বারা উপকৃত হয় না—
ⓚ ভীরুদের দ্বারা ⓚ বীরদের দ্বারা
ক ⓖ সাহসীদের দ্বারা ⓖ শক্তিশালীদের দ্বারা

৯০. জাতির অহংকার হলো—
ⓚ ভীরু ব্যক্তি ⓚ দুর্বল ব্যক্তি
গ ⓖ সৎসাহসী ব্যক্তি ⓖ অন্যায়কারী ব্যক্তি

৯১. যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো—
ⓚ বীরের বোকামি ⓚ বীরের কর্তব্য
খ ⓖ বীরের আনন্দ ⓖ বীরের বীরত্ব

৯২. অযোধ্যার রাজা ছিলেন কে?
ⓚ রাবণ ⓚ রাম
ঘ ⓖ লক্ষ্মণ ⓖ দশরথ

৯৩. দশরথের কয় রাণী ছিলেন?
ⓚ তিন রাণী ⓚ চার রাণী
ক ⓖ পাঁচ রাণী ⓖ ছয় রাণী

৯৪. নিচের কোনটি দশরথের রাণী?
ⓚ সীতা ⓚ পার্বতী
গ ⓖ কৈকেয়ী ⓖ রাসমনি

৯৫. রাম কার পুত্র?
ⓚ সীতার ⓚ কৌশল্যার
গ ⓖ সুমিত্রার ⓖ কৈকেয়ীর

৯৬. কৈকেয়ীর পুত্রের নাম—
ⓚ রাম ⓚ লক্ষ্মণ
ঘ ⓖ শত্রুঘ্ন ⓖ ভরত

৯৭. সুমিত্রার কয় পুত্র?
ⓚ দুই পুত্র ⓚ তিন পুত্র
ক ⓖ চার পুত্র ⓖ পাঁচ পুত্র

৯৮. রাম বনে গমন করেন কত বছরের জন্য?
ⓚ এগারো বছরের জন্য ⓚ বারো বছরের জন্য
ঘ ⓖ তেরো বছরের জন্য ⓖ চৌদ্দ বছরের জন্য

৯৯. রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনে গমন করে যে কারণে—
ⓚ পিতৃ সত্য পালন করতে ⓚ মাতৃসত্য পালন করতে
ক ⓖ ভ্রাতৃসত্য পালন করতে ⓖ দেবতার সত্য পালন করতে

১০০. রাক্ষস রাজা ছিলেন কে?
খ ⓚ রাম ⓚ রাবণ ⓖ লক্ষণ ⓖ বীরবাহু

১০১. সীতাকে হরণ করেন কে?
ⓚ রাম ⓚ লক্ষণ
ঘ ⓖ মেঘনাদ ⓖ রাবণ

১০২. রাম লঙ্কা আক্রমণ করেন কেন?
ⓚ রাবণকে হত্যা করতে ⓚ বীরবাহুকে হত্যা করতে
গ ⓖ সীতাকে উদ্ধার করতে ⓖ মন্দদরীকে উদ্ধার করতে

১০৩. রাম লক্ষণ যুদ্ধ করেন কোন বাহিনীর সাথে?
ⓚ রাক্ষস বাহিনীর সাথে ⓚ বানর বাহিনীর সাথে
ক ⓖ হনুমান বাহিনীর সাথে ⓖ সিংহ বাহিনীর সাথে

১০৪. রাবণ বিমর্ষ হয়ে রাজসভায় বসে প্রমাদ গুনছেন কেন?
ⓚ যুদ্ধ শুরুর কারণে ⓚ বীরদের প্রাণ ত্যাগে
খ ⓖ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে ⓖ অকারণে

১০৫. লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় তরণীসেনের বয়স ছিল—
ⓚ দশ বছর ⓚ এগারো বছর
গ ⓖ বারো বছর ⓖ তেরো বছর

১০৬. তরণী ছিল পিতা বিভীষণের মতোই—
ⓚ ধার্মিক ⓚ বিধর্মী
ক ⓖ বীর ⓖ সাহসী

১০৭. তরণীর গলায় কী নামখচিত ধ্বজাধারী ছিল?
ⓚ রাবণ ⓚ রাম
খ ⓖ লক্ষণ ⓖ বিভীষণ

১০৮. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই— [কু. বো. '২৪]
i. সৎ সাহস
ii. মানবতা
iii. দেশপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ⓚ i ও ii ⓖ i ও iii ⓖ i, ii ও iii

১০৯. বীরের ধর্ম এবং কর্তব্য হলো— [চ. বো. '২৪]
i. ধর্ম রক্ষায় যুদ্ধ করা
ii. যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৎ সাহস দেখানো
iii. আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১১০. দশরথের সুযোগ্য পুত্ররা হলেন— [পল্লি উন্নয়ন একাডেমি ল্যাব. স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া]
i. রাম, লক্ষ্মণ
ii. ভরত, শত্রুঘ্ন
iii. রাম, অর্জুন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১১১. 'সাহস' কথাটি ব্যবহৃত হয়—
i. ভয়শূন্যতা অর্থে
ii. ভীরুতা অর্থে
iii. নির্ভীকতা অর্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
(খ) ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

১১২. রাজা দশরথের রানীর নাম—
i. কৌশল্যা
ii. কৈকেয়ী
iii. সুমিত্রা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১৩ ও ১১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ছিনতাইকারী রমার সোনার মালা ছিড়ে নিয়ে দৌড় দিল। তা দেখে এক সাংবাদিক ছিনতাইকারীর পিছে দৌড় দিল। সাংবাদিক ছিনতাইকারীর কাছে গেলে সে আঘাত করলেও সাংবাদিক ছিনতাইকারীর নিকট থেকে মালা উদ্ধার করে রমাকে ফেরত দেল। [য. বো. '২৪]

১১৩. তোমার পাঠ্যবই-এর কোন চরিত্রের সাথে সাংবাদিকের মিল দেখা যায়?
(খ) ⓐ অরুণি ⓑ তরণী সেন ⓒ শ্বেতকেতু ⓓ রন্তিবর্মা

১১৪. সাংবাদিকের মধ্যে যে গুণ প্রকাশ পায় তা হলো—
i. অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা
ii. অন্যের কল্যাণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা
iii. সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভীত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(গ) ⓐ i ⓑ ii ⓒ i ও ii ⓓ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১১৫ ও ১১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একদিন নীলয় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় এক মহিলার চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখে এক ছিনতাইকারী ভদ্র মহিলার ব্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছে। তখন নীলয় তার পিছু নিয়ে ছিনতাইকৃত ব্যাগ উদ্ধার করে ভদ্র মহিলার হাতে তুলে দেয়। এতে সে কিছুটা আঘাতপ্রাপ্তও হয়। [সকল বোর্ড '১৫]

১১৫. তোমার পাঠ্যবইয়ের কার চরিত্রের সাথে নীলয় চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?
ⓐ আরুণি ⓑ তরণীসেন
(খ) ⓒ রন্তিবর্মা ⓓ শ্বেতকেতু

১১৬. যে গুণে প্রভাবিত হয়ে নীলয় ভদ্র মহিলার ব্যাগ উদ্ধার করেছে, সে গুণের বৈশিষ্ট্য হলো—
i. সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পাওয়া
ii. অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করা
iii. অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১১৭ ও ১১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বীর যোদ্ধারা মা, মাটি, মানুষের কল্যাণে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। বীরের সৎসাহস সর্বদাই পূজনীয়। রামায়ণে এমন একজন বালক যোদ্ধা ছিল। [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

১১৭. অনুচ্ছেদে পাঠ্যবইয়ের কোন সৎসাহসী যোদ্ধার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?
ⓐ অরুণসেনের ⓑ তরুণসেনের
(ঘ) ⓒ ধরণীসেনের ⓓ তরণীসেনের

১১৮. উক্ত যোদ্ধাকে অনুসরণ করে আমাদের উচিত—
i. দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আমৃত্যু যুদ্ধ করা
ii. মা, মাটি, মানুষের কল্যাণ করা
iii. জীবন দিয়ে হলেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ঘ) ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১৯ ও ১২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
নিহাররঞ্জন দরিদ্র হলেও সৎসাহসিকতায় উজ্জ্বল মেধাবী ছেলে। কোথাও কোনো অন্যায় দেখলে সে তার প্রতিবাদ না করে ফিরে আসেনি। এর ফলে তাঁকে অনেক বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে।

১১৯. নিহাররঞ্জন-এর চরিত্রের কোন বিষয়টি তুমি তোমার ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ ঘটাবে?
ⓐ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ⓑ অন্যায়কারীকে সাহায্য করার
(ক) ⓒ অন্যায় দেখলে চুপ থাকার ⓓ অন্যায় দেখলে না দেখার ভান করার

১২০. নিহাররঞ্জন সমাজ, দেশ ও জাতির—
i. গর্ব
ii. অহংকার
iii. অভিশাপ
নিচের কোনটি সঠিক?
(খ) ⓐ i ⓑ i ও ii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২১ ও ১২২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মৃণাল দুষ্ট ও সাহসী প্রকৃতির ছেলে। স্কুলে যাবার নাম করে সে প্রায়ই খেলতে যায়। তার বন্ধুরা বিষয়টি জানতে পেরে বলে তুমিতো দেখছি বিভীষণ পুত্র-তরণীর মতো।

১২১. উক্ত বিভীষণ পুত্র ছিল—
i. রাক্ষস
ii. ধার্মিক
iii. কপট
নিচের কোনটি সঠিক?
(খ) ⓐ i ⓑ i ও ii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii

১২২. মৃণালের অনুরূপ চরিত্রটি—
ⓐ খুব সাদাসিধা ⓑ দুষ্ট
(ঘ) ⓒ সদা হাস্যোজ্জ্বল ⓓ সৎসাহসী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০১

প্রশ্ন ১। ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আমরা কী জানতে পারি? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ, রীতিনীতি, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে তাই ধর্মগ্রন্থ। ধর্মগ্রন্থে ধর্মীয় বিধিবিধান রয়েছে। যা মানুষকে সৎপথে ও ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ দেয় এবং মানুষকে সত্যিকারের নৈতিক মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা রাখে। তাই মানুষ আগ্রহভরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করে ধন্য হয়।

প্রশ্ন ২। ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশিত করা হয়েছে কেন? বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে রয়েছে নানা উপাখ্যানের সন্নিবেশ, যা মানুষকে সৎপথে, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ দেয়। মানুষকে নৈতিক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। এতে সমাজে হিংসা-দ্বেষ, হানাহানি ইত্যাদি তিরোহিত হয়ে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। তাই মানবের কল্যাণে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতেই ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

মানবতার ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০২

প্রশ্ন ৩। মানুষ হওয়ার জন্য কোন গুণটি প্রয়োজন?
উত্তর : মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যায়, যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা করা যায়। সেই গুণটি হলো মানবতা। কেননা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ক্রোধ, হিংসা-দ্বেষ, লোভ এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলো পশুর মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না।

প্রশ্ন ৪। মানবতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বাস করে এবং অপরের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ এরই নাম মানবতা। মানুষের মধ্যে এই মানবতার গুণ না থাকলে তাকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। মহত্ত্বের উৎসই হলো এই মানবতা।

প্রশ্ন ৫। মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মানবতা নামক মহৎ গুণটির জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কেননা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ক্রোধ, হিংসা-দ্বেষ-লোভসহ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যেগুলো পশুর মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু শুধু পাশবিক আচরণ দিয়ে মানুষ হওয়া যায় না। তখনই প্রকৃত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে যখন তার মধ্যে মানবতার গুণগুলো বিদ্যমান থাকবে।

প্রশ্ন ৬। মানবতার গুণাবলি প্রকাশ পায় কীভাবে?

উত্তর : মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। এই ভালোবাসা বা মমত্ববোধের নামই মানবতা। কেবল অর্থ দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়েও অনেক মহানুভব ব্যক্তি চরম ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। জীবে দয়াই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, বিদ্যাহীনকে বিদ্যা, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, শোকার্তকে সান্ত্বনা প্রভৃতি সবই মানবতার আরেক নাম।

প্রশ্ন ৭। জীবসেবা সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থে কী বলা হয়েছে? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : জীবসেবা সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ। জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। হিন্দুধর্মে জীবকে ঈশ্বর বা ব্রহ্মজ্ঞানে সেবা করতে বলা হয়েছে। জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

প্রশ্ন ৮। মানুষের মহত্ত্বের উৎস কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মানুষের মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। এই মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের জীবনের সর্বস্ব অন্যের জন্য উৎসর্গ করেছেন। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে বাস করে এবং অপরের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। এই ভালোবাসাই হলো মানবতা। জীবে দয়াই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। মানবতার দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন ৯। কল্যাণকর পথ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : জীবে দয়াই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, বিদ্যাহীনে বিদ্যা, ধর্মহীনে ধর্মজ্ঞান, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতা বা জীবে দয়ার আরেক নাম।

প্রশ্ন ১০। মানবতা ধর্মের অঙ্গ— বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। একই সাথে মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। যার মধ্যে মানবতা নেই, তিনি মানুষ হতে পারে না। তাছাড়াও ধর্মের যে দশটি বাহ্য লক্ষণ— সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ এই গুণাবলি যার মধ্যে আছে তাকে প্রকৃত মানুষ বলতে পারি। মানবিক মানুষ সর্বদা ধর্মপথেই জীবন অতিবাহিত করেন। জীবসেবাও ধর্মেরই অঙ্গ। তাই মানবতাকেও ধর্মের অঙ্গ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ১১। কাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলতে পারি? বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মানুষ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেগুলো পশুর মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু শুধু এই পাশবিক গুণাবলি দিয়ে একজনকে মানুষ বলা যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি বা মানবতা। যার দ্বারা মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে পৃথক করা যায়। এছাড়াও যিনি সর্বদা ধর্মপথে চলেন অর্থাৎ ধর্মের লক্ষণগুলো যার মধ্যে বিরাজিত তাকে আমরা প্রকৃত মানুষরূপে আখ্যায়িত করতে পারি।

প্রশ্ন ১২। 'মানবতাহীন মানুষ পশুর সমান'— বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর : মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলো পশুর মধ্যেও আছে। এসব সহজাত প্রবৃত্তিকে পাশবিক গুণও বলা যায়। শুধু পাশবিক গুণাবলি দিয়ে মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য মানবিক গুণাবলি প্রয়োজন। তাই বলা যায়, মানবতাহীন মানুষ পশুর সমান— উক্তিটি যথার্থ।

রন্তিবর্মার মানবতা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০৩

প্রশ্ন ১৩। রন্তিবর্মা কে ছিলেন? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : রন্তিবর্মা একজন রাজা ছিলেন। যিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল এবং কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তার রাজ্যের প্রজাগণ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতেন। তিনি শুধু রাজা ছিলেন না। ছিলেন রাজার রাজা, মহারাজা, সম্রাট। তবে সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা কোনো পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করে সবকিছু সমর্পণ করেছিলেন ভগবানের চরণে।

প্রশ্ন ১৪। অযাচক বৃত্তি কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : অযাচক বৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে, তাই দিয়েই জীবন-যাপন করতে হবে। যখন কারো এই জড়-জগতের প্রতি আর কোনো আসক্তি থাকে না। ভগবানের চরণে সবকিছু সমর্পণ করে ফেলে তখনই কেউ এমন ব্রত করতে পারেন। যেমনটি পাঠ বইয়ের রাজা রন্তিবর্মা করেছিলেন।

প্রশ্ন ১৫। রাজা রন্তিবর্মার মধ্যে কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : রাজা রন্তিবর্মার মধ্যে আমরা মানবতার মতো মহৎ গুণটিকে প্রত্যক্ষ করি। কেননা রাজা একবার অযাচক বৃত্তি পালনের সিদ্ধান্ত নেন। এবং ৪৮ দিন অতিবাহিত হলেও কোনো খাবার পাননি। ৪৯তম দিনে কিছু খাবার পেলেও সে সময় একজন ক্ষুধার্ত ও রুগ্ন ভিক্ষুক খাবার চাইলে নিজে না খেয়ে তিনি তা দিয়ে দেন। যা তার মানবতা নামক গুণটির জন্যই সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন ১৬। রন্তিবর্মা কেন আটচল্লিশ দিন উপবাস ছিলেন?

উত্তর : রন্তিবর্মা আটচল্লিশ দিন উপবাস ছিলেন। কারণ তিনি অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। অযাচকবৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। লোকে ইচ্ছে করে যা দেবে তাই দিয়ে দিন যাপন করতে হবে। কিন্তু আটচল্লিশ দিনে রন্তিবর্মা কোনো কিছু পান নি। তাই তিনি উপবাস ছিলেন।

প্রশ্ন ১৭। রাজা রন্তিবর্মা নিজের খাবার ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন কেন?

উত্তর : রাজা রন্তিবর্মা ছিলেন একজন কৃষ্ণভক্ত। অপরের দুঃখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। কেননা তাঁর মধ্যে মানবিক গুণগুলো পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তাইতো নিজে আটচল্লিশ দিন অনাহারে থাকলেও যখন ক্ষুধার্ত ও রুগ্ন ভিক্ষুক তাঁর কাছে খাবার চাইল, তাদের করুণ অবস্থা দেখে রাজার চোখে জল এলো এবং নিজের সব খাবার দিয়ে দিয়েছিলো। যা তার ভেতরের মানবতাকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ১৮। রাজা রন্তিবর্মার উপাখ্যান হতে আমরা কী শিক্ষা পাই? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : রাজা রন্তিবর্মার উপাখ্যান হতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, মানবতাই ধর্ম। মানবতার গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যের উপকারও হয়। মানবতার জন্যই একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। মানবতাবর্জিত মানুষ পশুর সমান। তাই, আমরা মানবতার গুণ অর্জন করব। তাহলে নিজের পুণ্য হবে এবং অপরেরও কল্যাণ হবে।

সৎসাহসের ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০৪

প্রশ্ন ১৯। সৎসাহস বলতে কী বোঝ?
উত্তর : সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস। অন্যভাবে বলা যায়, নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করা বা সাহস প্রদর্শন করাকেই সৎসাহস বলে।

প্রশ্ন ২০। 'তরণী পিতার মতোই ধার্মিক'– বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : তরণী ছিলেন পিতা বিভীষণের মতোই ধার্মিক। সে তার রথের চূড়ায় রামনামখচিত পতাকা শোভিত করল। নিজের সারা অঙ্গে রামনাম লিখে নামাবলি গায়ে দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে ছুটে চলল। এতে তরণীর ধার্মিকতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

প্রশ্ন ২১। কারা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ?
উত্তর : যাদের মধ্যে সৎসাহস নেই তারা দেশ ও সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ। কেননা যাদের মধ্যে সৎসাহস নেই, তারা ভীরু ও কাপুরুষ। তারা কখনো কোনো কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতি এদের দ্বারা উপকৃত হয় না। তারা শুধু সমাজের থেকে গ্রহণই করে যায়, বিনিময়ে সমাজকে কিছু দেয় না। এজন্যই সেই ভীরু কাপুরুষরা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ।

প্রশ্ন ২২। সৎসাহস ধর্মের অঙ্গ— বুঝিয়ে লেখ।
উত্তর : সৎসাহস একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস। যখন কেউ দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পাশে দাঁড়ানোও ধর্ম। আবার ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাও বীরের ধর্ম। যার মাধ্যমে সমাজ, দেশ ও জাতির মঙ্গল হয়। তাই, বলা হয়েছে— সৎসাহস ধর্মের অঙ্গ।

প্রশ্ন ২৩। তরণীসেনের পরিচয় দাও।
উত্তর : তরণীসেন ছিলেন দ্বাদশবর্ষী বালক। তরণীসেন সৎসাহসের এক উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। সে রাবণের ভাই বিভীষণের পুত্র ছিলেন। তরুণীসেন রাক্ষস বাহিনীর পরাজয়ের পর দেশ রক্ষায় নিজের সৎসাহস প্রদর্শন করতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

প্রশ্ন ২৪। রাজা দশরথের পরিচয় দাও।
উত্তর : তখন ছিল ত্রেতা যুগ। অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ। তিনি ছিলেন রঘুবংশীয়। তিনি অনেক প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। রাজা দশরথের ছিলেন তিন রানি— কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার পুত্র রাম, কৈকেয়ীর পুত্র ভরত এবং সুমিত্রার দুই পুত্র লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন। জ্যেষ্ঠপুত্র রাম পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে গমন করলে পুত্রশোকে তিনি দেহত্যাগ করেন।

প্রশ্ন ২৫। রাম তরণীসেনের ওপর বাণ নিক্ষেপ করতে পারছিলেন না কেন?
উত্তর : তরণীসেন ছিলেন পিতা বিভীষণের মতোই ধার্মিক। তাই সে যুদ্ধে যাওয়ার সময় রথের চূড়ায় রামনামখচিত পতাকা শোভিত করেন। গায়ে রামনামের নামাবলি জড়ায় এবং মুখে জয় রাম ধ্বনি দিয়ে হাতে ধনুর্বাণ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে তীর নিক্ষেপ করে। ফলে রাম দ্বিধায় পড়ে যায়। তাইতো ভক্তের ওপর তার বাণ নিক্ষেপ করতে পারছিলেন না।

প্রশ্ন ২৬। বিভীষণ পুত্র তরণীসেনের পরিচয় রামের কাছে গোপন করেছিলেন কেন?
উত্তর : বালক তরণীসেন রামনাম খচিত পতাকা রথের চূড়ায় শোভিত করে এবং গায়ে রাম নামাবলি জড়িয়ে যুদ্ধে যায়। মুখে জয়রাম ধ্বনি দিয়ে তীর নিক্ষেপ করে বহু বানরসৈন্য হত্যা করে। এখন যদি রাম জানতে পারে যে, তরণীসেন মিত্র বিভীষণের পুত্র, তাহলে নিজের পরাজয় হলেও রাম তরণীসেনকে বধ করবে না। ফলে রাবণের হাত থেকে সীতাকেও উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। তাই বিভীষণ রামের কাছে পুত্র তরণীসেনের পরিচয় গোপন রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ২৭। সৎসাহসী বালক তরণীসেন উপাখ্যান হতে আমরা কী শিক্ষা পাই? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : সৎসাহসী বালক তরণীসেন উপাখ্যান হতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, স্বাধীনতা রক্ষা করতে যার যতটুকু শক্তি আছে, তা প্রয়োগ করা বা কাজে লাগানোর সৎসাহস থাকতে হবে। দেশ, সমাজ ও মানুষের কল্যাণে এগিয়ে যেতে হবে। তরণীসেনের মতো সৎসাহসী হতে হবে। দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও কখনো পিছপা হওয়া যাবে না। কেননা সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গ এবং একটি বিশেষ নৈতিক গুণ।

প্রশ্ন ২৮। যুদ্ধক্ষেত্রে কেন তরণী রাম নাম গায়ে লিখেছিল?
উত্তর : তরণী ছিল পিতা বিভীষণের মতই ধার্মিক। সে রামকে খুব ভক্তি করত। তাই সে তার রথের চূড়ায় রামনাম খচিত পতাকা শোভিত করল এবং নিজের শরীরে রামনাম লিখে নামাবলি গায়ে দিয়ে রথে ওঠে বসল।

প্রশ্ন ২৯। বীরের ধর্ম কী? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : যুদ্ধ করা বীরের ধর্ম। শুধুমাত্র ধর্ম রক্ষার ক্ষেত্রে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের সৎসাহস দেখানো কর্তব্য। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে অনেক বীরের সৎসাহসের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

প্রশ্ন ৩০। কাপুরুষ বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : কাপুরুষরা সমাজের জঞ্জালস্বরূপ। যারা ভীরু, ভীতু ও সাহসহীন তারাই কাপুরুষ। তারা কখনো কোনো কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতি এদের দ্বারা উপকৃত হয় না। তারা নিজেরাই নিজেদের বোঝাস্বরূপ।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০১

প্রশ্ন ১। সমাজে যারা সজ্জন তাঁরা কী করেন?
উত্তর : সমাজে যাঁরা সজ্জন তাঁরা ধর্মকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন এবং ধর্মের নিয়মকানুন, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেন।

প্রশ্ন ২। ধর্মের বিধিবিধান কোথায় রয়েছে?
উত্তর : ধর্মগ্রন্থে ধর্মের বিধিবিধান রয়েছে।

প্রশ্ন ৩। ধর্মগ্রন্থে কী রয়েছে?
উত্তর : ধর্মগ্রন্থে নানা উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ রয়েছে।

মানবতার ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০২

প্রশ্ন ৪। মানবতা কাকে বলে?
[চা. বো. '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; সি. বো. '২৪; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]
উত্তর : মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা বা মমত্ববোধকে মানবতা বলে।

প্রশ্ন ৫। মানুষ কাকে বলে? [ম. বো. '২৪]
উত্তর : মনু+ষ্ণ = মানব অর্থাৎ মানুষ। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে, তাকেই প্রকৃত অর্থে মানুষ বলে।

প্রশ্ন ৬। মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা তার নাম কী?
উত্তর : মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা তার নাম মানবতা।

প্রশ্ন ৭। জীবসেবা কিসের অঙ্গ? [ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ]
উত্তর : জীবসেবা মানবতার অঙ্গ।

প্রশ্ন ৮। মানবিকতা বিচারের মানদণ্ড কী? [বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়]
উত্তর : মানবিকতা বিচারের মানদণ্ড হলো নৈতিক মূল্যবোধ।

প্রশ্ন ৯। মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলার কারণ কী?
উত্তর : মানবতার জন্য মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

প্রশ্ন ১০। মানুষ হওয়ার জন্য কী প্রয়োজন?
উত্তর : মানুষ হওয়ার জন্য মানবিক গুণাবলি প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১১। প্রকৃত মানব কে?
উত্তর : যে মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলি রয়েছে। তাকে প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা হয়।

রন্তিবর্মার মানবতা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০৩

প্রশ্ন ১২। 'অযাচক বৃত্তি' কী? [চ. বো. '২৪]
উত্তর : অযাচক বৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। লোকে ইচ্ছে করে যা দেবে, তাই দিয়েই জীবন ধারণ করতে হবে।

প্রশ্ন ১৩। রন্তিবর্মা কত দিন অনাহারে ছিলেন? [সকল বোর্ড '১৮]
উত্তর : রন্তিবর্মা আটচল্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন।

প্রশ্ন ১৪। কোন রাজা অযাচকবৃত্তি পালন করেছিল? [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ]
উত্তর : রাজা রন্তিবর্মা অযাচকবৃত্তি পালন করেছিল।

প্রশ্ন ১৫। রন্তিবর্মা কে ছিলেন?
উত্তর : রন্তিবর্মা এক প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন।

প্রশ্ন ১৬। রাজা রন্তিবর্মা একবার কী করেন?
উত্তর : রাজা রন্তিবর্মা একবার শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন ১৭। মহত্ত্বের উৎস কী?
উত্তর : মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম।

সৎসাহসের ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০৪

প্রশ্ন ১৮। রাবণ সীতাকে কোন বনে বন্দি করে রেখেছিলেন? [রা. বো. '২৪]
উত্তর : রাবণ সীতাকে অশোক বনে বন্দি করে রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ১৯। বীরের ধর্ম কী? [ঢা. বো. '১৯; কু. বো. '২৪; ব. বো. '১৯]
উত্তর : বীরের ধর্ম হলো ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা।

প্রশ্ন ২০। সৎসাহস কাকে বলে? [দি. বো. '২৪]
উত্তর : সৎসাহস অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

প্রশ্ন ২১। রাবণ কোন যুগের রাজা ছিল? [রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০]
উত্তর : রাবণ ত্রেতা যুগের রাজা ছিলেন।

প্রশ্ন ২২। বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী? [রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]
উত্তর : বিভীষণের স্ত্রীর নাম হলো সরমা।

প্রশ্ন ২৩। তরণী সেনের পিতার নাম কী? [সকল বোর্ড '১৮]
উত্তর : তরণী সেনের পিতার নাম বিভীষণ।

প্রশ্ন ২৪। অযোধ্যার রাজা কে ছিলেন? [সকল বোর্ড '১৬]
উত্তর : অযোধ্যার রাজা দশরথ ছিলেন।

প্রশ্ন ২৫। দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কী? [কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, নাটোর]
উত্তর : দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাম।

প্রশ্ন ২৬। রামের মায়ের নাম কী? [পিরোজপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : রামের মায়ের নাম কৌশল্যা।

প্রশ্ন ২৭। 'সৎ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'সৎ' শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা।

প্রশ্ন ২৮। 'সাহস' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : 'সাহস' শব্দের অর্থ হলো ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর — পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০১

প্রশ্ন ১। মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা করে? [ম. বো. '২৪]
উত্তর : অধিকাংশ মানুষ ধর্মকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন এবং ধর্মের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেন। আর এ ধর্মের বিধি-বিধান রয়েছে ধর্মগ্রন্থে। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে রয়েছে নানা উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ। এ সকল উপদেশ মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা রাখে। তাই মানুষ ধর্মকে শ্রদ্ধা করে।

মানবতার ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০২

প্রশ্ন ২। মানুষ কেন অন্য জীব থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '২৪]
উত্তর : মানবতা নামক গুণটির জন্য মানুষ অন্য জীব থেকে আলাদা।
মানুষ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ইত্যাদি। যা পশুদেরও আছে। সুতরাং মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন তার মধ্যে মানবতা নামক এ বিশেষ গুণ থাকবে এবং যার দ্বারা তাকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করা যাবে। কেননা যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। আর এ মানবতার জন্যই মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে।

প্রশ্ন ৩। কাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২০; কু. বো. '২০; চ. বো. '২০; সি. বো. '২৪; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০; সকল বোর্ড '১৬]
উত্তর : মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়। সকল প্রাণীর কিছু সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে, যা মানুষের মধ্যেও আছে, যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা ইত্যাদি। কিন্তু মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষকে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা করা যাবে। আর এ গুণটির নাম মানবতা। আর এই মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

প্রশ্ন ৪। 'মানবতা ধর্মের অঙ্গ' —কথাটি ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২০; য. বো. '২০; সি. বো. '২০; ব. বো. '২০; দি. বো. '২৪]
উত্তর : মানবতা ধর্মের অঙ্গ। আমরা জানি সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য, ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে, তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ এর নাম মানবতা।

প্রশ্ন ৫। মানুষের মহত্ত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। [ঢা. বো. '১৯; ব. বো. '১৯]
উত্তর : মানুষের মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। মানবতা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে মানুষ তার মহত্ত্বের পরিচয় রাখতে পারে, মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের জীবনের সর্বস্ব

অন্যের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যেরও উপকার হয়। তাই বলা যায়, মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি মানবতা প্রদর্শন করাই হলো মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ।

রন্তিবর্মার মানবতা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০৩

প্রশ্ন ৬। অযাচক বৃত্তি বলতে কী বোঝায়? [সকল বোর্ড '১৮; রা. বো. '১৯; য. বো. '১৯; কু. বো. '১৯; ঢ. বো. '১৯; সি. বো. '১৯; দি. বো. '১৯]

উত্তর : অযাচকবৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে নিজের ইচ্ছায় যা দেবে তা দিয়ে জীবনযাপন করতে হবে। ধর্মগ্রন্থে রাজা রন্তিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পন করে অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

সৎসাহসের ধারণা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১০৪

প্রশ্ন ৭। শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেছিলেন কেন? [রা. বো. '২৪]

উত্তর : বিভীষণ তার পুত্র তরণীসেনকে রামচন্দ্রের কাছে পুত্ররূপে পরিচয় না করানোয় রামচন্দ্র মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেন।

তরণী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে জয়রাম ধ্বনি বলে তীর নিক্ষেপ শুরু করলে বহু বানরসেনা হতাহত হয়। বালক বিবেচনায় এবং সে রাম নাম জপ করায় শ্রীরাম বান নিক্ষেপ করতে না পেরে মিত্র বিভীষণের কাছে তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি পুত্ররূপে পরিচয় না দিয়ে বলেন, এ বালক এক দুরন্ত রাক্ষস। একে বৈষ্ণব অস্ত্র নিক্ষেপ করলে এর মৃত্যু হবে। শ্রীরামচন্দ্র তাই করলেন পুত্রের মৃত্যুতে বিভীষণ পুত্রের দেহ কোলে নিয়ে কেঁদে উঠলেন। তখন রামচন্দ্র বিষয়টি বুঝতে পেরে মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করলেন।

প্রশ্ন ৮। বিভীষণ ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. '২৪]

উত্তর : রাবণের ভাই বিভীষণ ছিলেন ধার্মিক। যখন তার ভাই রাবণ সীতা দেবীকে ছলনার দ্বারা অন্যায়ভাবে হরণ করে নিয়ে আসেন, তখন ভগবান রামচন্দ্র স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য সাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কায় আক্রমণ করেন। তখন বিভীষণ রাবণকে অনুরোধ করেন সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে রামের সাথে সন্ধি করার। কিন্তু দুষ্টমতি রাবণ বিভীষণের কথায় কান না দিয়ে তাকে অপমান করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিলে, রামের আশ্রয়ে চলে আসেন এবং রামের পক্ষে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন।

প্রশ্ন ৯। কেন সৎসাহসের প্রয়োজন হয়?— ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : একজন মানুষের জীবনে সৎসাহস খুবই প্রয়োজন। কেননা যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে তখন সৎসাহসের বলে দুর্বলের পাশে দাঁড়ানো যায়। সৎসাহসের কারণে দুর্বলকে যা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা যায় এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করা যায়। সমাজ, দেশ ও জাতি সৎসাহসী ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হয়। সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজের দেশের বা জাতির কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে কখনো দ্বিধা করেন না। এজন্য সৎসাহস একান্ত প্রয়োজন না।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

পৃথাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। একদিন পৃথা মায়ের সাথে এক আত্মীয়ের বাড়ি যাবে বলে বের হয়ে পথের ধারে রিকশার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। পৃথার মা তাকে ভিক্ষা দিলেন। তা দেখে আরও কয়েকজন ভিক্ষুক এগিয়ে এল। সবাইকে ভিক্ষা দেওয়ার পর মা দেখলেন তাদের কাছে রিকশা ভাড়ার আর কোনো টাকা নেই। তখন তারা পায়ে হেঁটেই আত্মীয়ের বাড়ি পৌঁছলেন। এতে একটু কষ্ট হলেও এবং সময় বেশি লাগলেও তাদের মন মানুষের জন্য কিছু করতে পারার আনন্দে ভরে গেল।

ক. রাজা রন্তিবর্মা কোন্ দেবতার ভক্ত ছিলেন? ১

খ. সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ কেন বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. রন্তিবর্মার আচরণের যে দিকটি পৃথার মায়ের আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. পৃথা ও তার মায়ের অনুভূতি যেন রন্তিবর্মার অনুভূতিরই প্রতিফলন— বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩

ক রাজা রন্তিবর্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন।

খ মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যায় যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা করা যায়। এ গুণের নাম মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

গ রাজা রন্তিবর্মার আচরণের মানবতার দিকটি পৃথার মায়ের আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে কৃষ্ণভক্ত রাজা রন্তিবর্মা একবার অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচকবৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। লোকে ইচ্ছে করে কিছু দিলে তা দিয়েই জীবনযাপন করতে হবে। উপবাসের উনপঞ্চাশতম দিবসে এক ভক্ত তাঁকে খাবার দিয়ে গেলেন। উপবাস ভঙ্গের সময় এক ভিক্ষুক উপস্থিত, সাথে একটি কুকুর। রাজা রন্তিবর্মা ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক ও কুকুরটিকে তাঁর ভিক্ষার সব খাবার দিয়ে দিলেন। ভিক্ষুক জানাল, তার পেট ভরেনি। রাজা রন্তিবর্মা হাত জোড় করে জানালেন, তাঁর কাছে আর কিছুই নেই। এরই নাম মানবতা। যা পৃথার মায়ের আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ পৃথা ও তার মা আত্মীয় বাড়ি যাওয়ার পথে রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছে। এমন সময় এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইল। পৃথার মা তাকে ভিক্ষা দিলেন। আরও কয়েকজন ভিক্ষুক এগিয়ে এল। সবাইকে ভিক্ষা দেওয়ার পর তাদের রিক্সা ভাড়ার কোনো টাকা নেই। এখন তারা পায়ে হেঁটেই আত্মীয় বাড়ি পৌঁছলেন। একটু কষ্ট হলেও মানুষের জন্য কিছু করতে পেরে তারা আনন্দিত হলেন। কৃষ্ণভক্ত রাজা রন্তিবর্মা অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচকবৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোক ইচ্ছে করে কিছু দিলে তা দিয়েই জীবনযাপন করতে হবে। উপবাসের উনপঞ্চাশতম দিবসে এক ভক্ত তাঁকে খাবার দিয়ে গেলেন। উপবাস ভঙ্গের সময় এক ভিক্ষুক উপস্থিত, সাথে একটি কুকুর। রাজা রন্তিবর্মা ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক ও কুকুরটিকে তাঁর ভিক্ষার সব খাবার দিয়ে দিলেন। ভিক্ষুক জানাল, তার পেট ভরে নি। রাজা রন্তিবর্মা হাত জোড় করে জানালেন, তাঁর কাছে আর কিছুই নেই। এরই নাম মানবতা।

মানবতাই ধর্ম। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যের উপকার হয়। রাজা রন্তিবর্মার মানবতার দিকটিই পৃথা ও তার মায়ের আচরণে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই বলা যায়, পৃথা ও তার মায়ের অনুভূতি যেন রন্তিবর্মার অনুভূতিরই প্রতিফলন।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ২ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৪

নরেশ পাশের বাড়ির অসুস্থ একটি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। সে ছেলেটির সাথে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকে। তাকে আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। অন্যদিকে, নিলয়বাবু নিজ জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তি দেশ ও জাতির অহংকার।

ক. রাবণ সীতাকে কোন বনে বন্দি করে রেখেছিলেন? ১
খ. শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেছিলেন কেন? ২
গ. নরেশের মধ্যে পাঠ্যের কোন নৈতিক গুণ প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নিলয় বাবুর মতো লোক বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রয়োজন আছে কি? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৬

ক রাবণ সীতাকে অশোক বনে বন্দি করে রেখেছিলেন।

খ বিভীষণ তার পুত্র তরণীসেনকে রামচন্দ্রের কাছে পুত্ররূপে পরিচয় না করানোয় রামচন্দ্র মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেন।

তরণী যুদ্ধক্ষেত্রে এসে জয়রাম ধ্বনি বলে তীর নিক্ষেপ শুরু করলে বহু বানরসেনা হতাহত হয়। বালক বিবেচনায় এবং সে রাম নাম জপ করায় শ্রীরাম বান নিক্ষেপ করতে না পেরে মিত্র বিভীষণের কাছে তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি পুত্ররূপে পরিচয় না দিয়ে বলেন, এ বালক এক দুরন্ত রাক্ষস। একে বৈষ্ণব অস্ত্র নিক্ষেপ করলে এর মৃত্যু হবে। শ্রীরামচন্দ্র তাই করলেন পুত্রের মৃত্যুতে বিভীষণ পুত্রের দেহ কোলে নিয়ে কেঁদে উঠলেন। তখন রামচন্দ্র বিষয়টি বুঝতে পেরে মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করলেন।

গ নরেশের মধ্যে মানবতা নামক মহৎ নৈতিক গুণটির প্রকাশ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকে দেখতে পাই নরেশ পাশের বাড়ির অসুস্থ একটি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে এবং তার সাথে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকে। এমনকি তাকে আর্থিকভাবেও সহায়তা করে। এখানে নরেশের মধ্যে মানুষের যে মহৎ গুণ মনুষ্যত্ব তার প্রকাশ ঘটেছে। মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। একই সাথে মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। আমরা জানি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য, অক্রোধ —এই দশটি গুণ যার আছে তাকে প্রকৃত মানুষ বলা হয়। মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সে সমাজে বাস করে এবং অপরের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ; এরই নাম হলো মানবতা। কেননা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা, লোভ এগুলো মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে। কিন্তু এই মানবতার জন্যই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, নরেশের মধ্যে অপরের দুঃখে পাশে দাঁড়ানোর যে মনোভাব লক্ষ করি এটাই মানবতা। আর জীবসেবাও মানবতার অঙ্গ।

ঘ উদ্দীকের নিলয়বাবুর মধ্যে আমরা 'সৎসাহস' নামক মহৎ গুণটির পরিচয় পাই। তার মতো লোক বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অনেক বেশি প্রয়োজন।

উদ্দীপকে দেখতে পাচ্ছি, নিলয়বাবু জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। যেমনটি আমরা পাঠ্যবইয়ের সৎসাহসী বালক তরণীসেনের মধ্যে লক্ষ করি। যে মৃত্যু হবে জেনেও দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রাণপণ যুদ্ধ করে।

এটি হচ্ছে মূলত সৎসাহস। সাহস কথাটির অর্থ ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। সৎ শব্দের অর্থ ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস কথাটির অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার নাম সৎসাহস। অন্য কথায় নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাই সৎসাহস। যখন দুর্বলের ওপর অত্যাচার হয়, অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষার জন্য দুর্বলের পক্ষে পাশে দাঁড়ানো উচিত। যারা ভীরু-কাপুরুষ তারা কখনও কোনো কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতি এদের দ্বারা উপকৃত হয় না বরং তারা বোঝাস্বরূপ। অন্যদিকে সৎসাহসী ব্যক্তি দেশ, সমাজ ও জাতির জন্য অহংকার। সৎসাহস একটি বিশেষ নৈতিক গুণ ও ধর্মেরও অঙ্গ।

তাই বলা যায়, নিলয়বাবুর মতো সৎসাহসী লোক বর্তমান সমাজে প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশ্ন ৩ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৪

বিধান বাবু পরিবারের গর্ব। তিনি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং দেশকে স্বাধীন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি থেমে থাকেননি। বর্তমানে তিনি গরিব-দুঃখীদের যথাসাধ্য দান করেন। অনেক সময় নিজে না খেয়ে তাদেরকে খেতে দেন।

ক. রামায়ণ কে রচনা করেন? ১
খ. উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. মুক্তিযোদ্ধা বিধান বাবু তোমার পাঠ্যবইয়ের কার চরিত্রকে নির্দেশ করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বর্তমানে বিধান বাবুর কর্মকান্ড রন্তিবর্মারই প্রতিচ্ছবি—বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৭

ক রামায়ণ আদি কবি বাল্মিকী মুনি রচনা করেন।

খ উপনিষদের শিক্ষা মানুষকে জীবন বিমুখ করে না এবং পরিপূর্ণ জীবনের কথা বলে, যে জীবন জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি বা প্রেম দ্বারা ব্রহ্মের সাথে সর্বদাই যুক্ত। ব্রহ্মই সত্য, এ জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ছাড়া কিছুই নয়। 'জগতের সবকিছুই ব্রহ্মময়' উপনিষদের এ উপলব্ধি থেকে বলা হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু আছে সবই এক। কারও সাথে কারও কোনো ভেদ নেই। সুতরাং কেউ কউকে হিংসা করা মানে নিজেকেই হিংসা করা। কারও ক্ষতি করা মানে নিজেরই ক্ষতি করা। তাই আমাদের সকলেরই উচিত একে অপরকে হিংসা না করে সাহায্য ও সহযোগিতা করা। সকলকে নিজের মতো করে দেখা। উপনিষদ পাঠের মাধ্যমে আমরা এ শিক্ষাই পেতে পারি।

গ মুক্তিযোদ্ধা বিধান বাবু আমার পাঠ্যবইয়ের সৎসাহসী বালক তরণীসেন এর চরিত্রকে নির্দেশ করে।

তরণীসেন বিভীষণ এর পুত্র। রাম-রাবণের যুদ্ধে বিভীষণ লঙ্কাপুরী ত্যাগ করলেও পুত্র-তরণীসেন লঙ্কায় অবস্থান করেছিলেন। তরণীসেন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য রাবণের নিকট প্রার্থনা করলেন। তখন তার বয়স ছিল ১২ বছর। কিন্তু রাবণ তাকে যুদ্ধে প্রেরণ করতে রাজি হলেন না। তরণীসেন রাবণকে রাজি করিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করল। তরণীসেন যুদ্ধে রামনাম খচিত পতাকা এবং গায়ে রামাবলি জড়িয়ে যাত্রা করল। যুদ্ধে তরণীসেন শ্রীরামচন্দ্রের তিরে বিদ্ধ হলো এবং দেহ ত্যাগ করে বীরত্ব প্রাপ্ত হলো।

উদ্দীপকের বিধানবাবু বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য তরণীসেনের মতো নিজের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছিলেন। কেননা দেশের প্রতি বিধানবাবুর ছিল অত্যন্ত গভীর ভালোবাসা। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি জীবনের মায়া না করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বিধানবাবুর এরূপ সৎসাহস যেন পাঠ্যের তরণীসেনের প্রতিচ্ছবি।

ঘ বর্তমানে বিধান বাবুর কর্মকাণ্ড রন্তিবর্মারই প্রতিচ্ছবি। আলোচ্য এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

রন্তিবর্মা একজন প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো, কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে, তাই দিয়ে দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর আটচল্লিশ দিন তাকে কেউ ইচ্ছা করে কিছু দেয়নি। উনপঞ্চাশতম দিনে এক ভক্ত তাকে একটি থালায় কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। তখনই হঠাৎ একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক সাথে একটি কুকুর নিয়ে উপস্থিত হলেন। ক্ষুধার্ত লোকটির করুণ অবস্থা দেখে রন্তিবর্মার চোখে জল এসে গেল। তিনি তার সবটুকু খাবার ওই ভিক্ষুক ও কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন।

উদ্দীপকে দেখতে পাই, বিধান বাবু দেশকে স্বাধীন করার পরও গরিব দুঃখীদের যথাসাধ্য দান করে থাকেন। অনেক সময় নিজে না খেয়ে তাদেরকে খেতে দেন। উপরিউক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, বিধান বাবুর কর্মকাণ্ড যেন রন্তিবর্মারই প্রতিচ্ছবি।

প্রশ্ন ৪ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৪

অয়ন নৌকায় নদী পারাপারের সময় নৌকায় ভিড় ছিল। ভিড়ের মাঝে একটি শিশু মায়ের কোল থেকে জলে পড়ে যায়। সকলে চিৎকার করলেও শিশুটিকে উদ্ধার করতে কেউ আসেনি। অয়ন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুবই খুশি হয়। অপরদিকে, তপন দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যুদ্ধে অংশ নেন। নিজের কথা না ভেবে প্রাণপণে যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু যুদ্ধে তার একটি পা হারান। এতে তার কোনো কষ্ট হয়নি কারণ দেশ আজ স্বাধীন। এটি তার গর্বের বিষয়।

ক. বীরের ধর্ম কী? ১

খ. বিভীষণ ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. অয়নের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তপনের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ, তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৬ ও ৭

ক বীরের ধর্ম হলো ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা।

খ রাবণের ভাই বিভীষণ ছিলেন ধার্মিক। যখন তার ভাই রাবণ সীতা দেবীকে ছলনার দ্বারা অন্যায়ভাবে হরণ করে নিয়ে আসেন, তখন ভগবান রামচন্দ্র স্ত্রীকে উদ্ধারের জন্য সাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কায় আক্রমণ করেন। তখন বিভীষণ রাবণকে অনুরোধ করেন সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে রামের সাথে সন্ধি করার। কিন্তু দুষ্টমতি রাবণ বিভীষণের কথায় কান না দিয়ে তাকে অপমান করে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিলে, রামের আশ্রয়ে চলে আসেন এবং রামের পক্ষে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করেন।

গ উদ্দীপকের অয়নের সাথে পাঠ্যপুস্তকের সৎসাহসী বালক তরণীসেন-এর সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই বলে সৎ সাহস। পাঠ্যপুস্তকের তরণীসেন ছিলেন পিতা বিভীষণের মতো ধার্মিক ও সাহসী বীর। রাম- রাবণের যুদ্ধে দ্বাদশ বর্ষীয় এই বালক দেশকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে এগিয়ে যান, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণ করেন। উদ্দীপকের অয়নের ক্ষেত্রেও তরণীসেনের মতো সৎসাহসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নৌকায় মায়ের কোল থেকে একটি শিশু নদীতে পড়ে গেলে কেউ এগিয়ে আসেনি। তা দেখে অয়ন নিজের জীবন বাজি রেখে সাহসের সঙ্গে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শিশুটিকে উদ্ধার করে। এভাবেই সৎসাহসের দ্বারা অয়ন তরণীসেনের আদর্শ ফুটিয়ে তুলেছে।

ঘ উদ্দীপকের তপনের কর্মকাণ্ডে পাঠ্যপুস্তকের সৎসাহস নামক নৈতিক গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সৎসাহস-এর শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সৎসাহস বলতে বোঝায় সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করা। সৎসাহসী ব্যক্তি আমাদের দেশ, সমাজ ও পরিবারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। উদ্দীপকের তপন এমনই একজন সৎসাহসী। তিনি দেশের জন্য যুদ্ধে অংশ নিয়ে প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে বাড়ি ফেরেন। যুদ্ধে তার একটি পা হারাতে হয়। কিন্তু এতে তার কোনো কষ্ট নেই। এটি তার গর্বের বিষয় যে দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে পা হারিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন এবং সৎসাহসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তিনিই হলেন সৎসাহসী। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। সহসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের বা জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। এটি মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের তপনের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা বা সৎসাহস সমাজ ও পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ৫ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৪

অভীক বাবু জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে গিয়েছিল। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। যুদ্ধ শেষে তিন মাস পর বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তার এক হাত কাটা যায়। এতে তার কোনো কষ্ট হয়নি কারণ দেশ ও দেশের মানুষ আজ শত্রুমুক্ত স্বাধীন দেশ হিসেবে মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। অপরদিকে, রিদম নৌকায় নদী পার হচ্ছিল। এমন সময় একটি শিশু মায়ের কোল থেকে নদীতে পড়ে যায়। রিদম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুশি হয় এবং রিদমকে আশীর্বাদ করে।

ক. 'অযাচক বৃত্তি' কী? ১

খ. মানুষ কেন অন্য জীব থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাথে অভীক বাবুর কার্যকলাপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে রিদমের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৮

ক অযাচক বৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না। লোকে ইচ্ছে করে যা দেবে, তাই দিয়েই জীবন ধারণ করতে হবে।

খ মানবতা নামক গুণটির জন্য মানুষ অন্য জীব থেকে আলাদা।

মানুষ কিছু সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ইত্যাদি। যা পশুদেরও আছে। সুতরাং মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন তার মধ্যে মানবতা নামক এ বিশেষ গুণ থাকবে এবং যার দ্বারা তাকে অন্য প্রাণী থেকে আলাদা করা যাবে। কেননা যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। আর এ মানবতার জন্যই মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়েছে।

গ পাঠ্যপুস্তকের 'সৎসাহসী বালক তরণীসেন' এর সাথে উদ্দীপকের অভিক বাবুর কার্যকলাপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সৎসাহস একটি বিশেষ নৈতিক গুণ এবং ধর্মেরও অঙ্গ।

ত্রেতাযুগে যখন রাম-রাবণের যুদ্ধ সংগঠিত হয় এবং একে একে রাক্ষস বাহিনীর সব যোদ্ধা প্রাণ হারায়। তখন ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বাদশ বর্ষীয় বালক তরণীসেন নিজেদের পরাজয়ের কথা ভেবে সৎসাহসের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। রাবণ বারণ করলেও সে শুনতে রাজি নয়। দেশকে রক্ষার জন্য সে নিজের জীবন ত্যাগ করতেও ভয় পায় না। অবশেষে যুদ্ধে যোগ দেয় এবং বীরের মতো যুদ্ধ করতে থাকে। তার ধনুর্বাণের আঘাতে বহু বানর সেনা হতাহত হয় এবং যুদ্ধ সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রামচন্দ্রের হাতে তার মৃত্যু হয়।

এখানে বালক হওয়া সত্ত্বেও তরণী ভয় পেয়ে পিছিয়ে না এসে বরং সৎসাহসের সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এ রকম সৎসাহসী ব্যক্তি দেশ, সমাজ ও জাতির অহংকার। দেশ, সমাজ ও জাতি তাদের দ্বারা উপকৃত হয়।

উদ্দীপকে দেখতে পাচ্ছি, অভীক বাবু জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে গিয়েছিল। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশকে শত্রু মুক্ত করে। যুদ্ধের সময় তার একটি হাত কাটা গেলেও সে দুঃখ পায়নি। কারণ দেশ ও দেশের মানুষ শত্রুমুক্ত হয়েছে। এখানে অভীক বাবু যেন বালক তরণীসেনকে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরিশেষে বলা যায়, অভীক বাবু ও তরণীসেন যেন সৎসাহসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঘ উদ্দীপকের রিদমের কর্মকান্ডে সৎসাহস নামক নৈতিক গুণটি প্রকাশিত হয়েছে। সৎসাহসের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সৎসাহস বলতে বোঝায় সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করা। সৎসাহসী ব্যক্তি আমাদের দেশ, সমাজ ও পরিবারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। উদ্দীপকের রিদম এমনই একজন সৎসাহসী। তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জলে পড়ে যাওয়া একটি শিশুকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন এবং সৎসাহসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তিনিই হলেন সৎসাহসী। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। সহসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের বা জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। এটি মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের রিদমের কর্মকান্ডের শিক্ষা বা সৎসাহস সমাজ ও পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ৬ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৪

পুলক বাবু একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার গ্রামে আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তার জমানো সমস্ত টাকা জেলা প্রশাসকের হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে, রিপন নামে এক বালক আগুন থেকে এক শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।

ক. মানবতা কাকে বলে? ১

খ. কাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের পুলকের চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে রিপনের কর্মকান্ডটির শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৮

ক মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা বা মমত্ববোধকে মানবতা বলে।

খ মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়।

সকল প্রাণীর কিছু সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে, যা মানুষের মধ্যেও আছে, যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা ইত্যাদি। কিন্তু মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষকে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীব-জন্তু থেকে আলাদা করা যাবে। আর এ গুণটির নাম মানবতা। আর এই মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

গ উদ্দীপকের পুলকের চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের রাজা রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল রয়েছে।

রন্তিবর্মা নামে এক প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। তার রাজ্যের প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। সম্রাট হয়েও রন্তিবর্মা পার্থিব বিষয়ের প্রতি আসক্ত নন। শ্রীকৃষ্ণের চরণকেই তিনি একমাত্র সম্পদ বলে জ্ঞান করেন। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো, কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দেবে, তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর একে একে আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। তিনিও খেতে চাননি, কেউ ইচ্ছা করে কিছু দেয়নি। উনপঞ্চাশতম দিবসে এক ভক্ত তাঁকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। কিন্তু রন্তিবর্মার কাছে একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক সেই খাবারটুকু তার ও তার ক্ষুধার্ত কুকুরের জন্য চাইলে, রন্তিবর্মা নিজের ক্ষুধার কষ্টের কথা চিন্তা না করে মুহূর্তের মধ্যে অত্যন্ত দয়াভরে সেই খাবারটুকু খুশি মনে দিয়ে দিলেন। রন্তিবর্মার এরূপ কাজ সমাজে মানবতার দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিত।

উদ্দীপকের পুলক বাবু একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও নিজের জমানো সমস্ত টাকা আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য দান করে দেন। তার এরূপ কাজের মাধ্যমে মানবতাবোধের প্রকাশ পেয়েছে; যা পাঠ্যপুস্তকের রন্তিবর্মা চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে রিপনের কর্মকান্ডটি অর্থাৎ সৎসাহসের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

সৎসাহস বলতে বোঝায় সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করা। সৎসাহসী ব্যক্তি আমাদের দেশ, সমাজ ও পরিবারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। উদ্দীপকে রিপন নামের বালকটি এমনই একজন সৎসাহসী। তিনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আগুন থেকে একটি শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। এর মাধ্যমে তিনি সৎসাহসের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তিনিই হলেন সৎসাহসী। দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। সহসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের বা জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। এটি মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। অতএব বলা যায়, উদ্দীপকের রিপনের কর্মকান্ডের শিক্ষা বা সৎসাহস সমাজ ও পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ৭ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৪

ছক-১	ছক-২
ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কত বীর জীবন দেন, তাদের মধ্যে অন্যতম প্রীতিলতা-সূর্যসেন।	পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলি দাও, তার মত সুখ কোথাও কি আছে? আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

ক. সৎসাহস কাকে বলে? ১
খ. 'মানবতা ধর্মের অঙ্গ' —কথাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক-১-এর সারমর্মে পাঠ্যপুস্তকের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছক-২-এর শিক্ষার গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪ ও ৬

ক সৎসাহস অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

খ মানবতা ধর্মের অঙ্গ। আমরা জানি সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য, ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে, তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ এর নাম মানবতা।

গ ছক-১-এর সারমর্মে পাঠ্যপুস্তকের সৎসাহসের দিকটি ফুটে উঠেছে।

সৎসাহস কথাটির অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস। অন্যকথায় নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই বলে সৎসাহস।

উদ্দীপকের সারমর্মে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে প্রীতিলতা-সূর্যসেনের জীবন দেওয়ার কাহিনি ফুটে উঠেছে। এর মাঝে তরণী সেনের নৈতিক আদর্শ বিদ্যমান। রাম-রাবণের যুদ্ধে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক তরণী সেন যে সাহসিকতার পরিচয় রেখেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যুদ্ধে নিজ রাক্ষসকুলকে জয়ী করতে তৎপর ছিল সে। যদিও তরণী সেন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল তথাপি দেশের জন্য তার আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতা রক্ষা করতে যার যতটুকু শক্তি আছে, তা প্রয়োগ করা বা কাজে লাগানোর সৎসাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। উদ্দীপকের সারমর্ম এ নৈতিক আদর্শকেই ফুটিয়ে তুলেছে।

ঘ ছক-২-এর শিক্ষা মানুষের মানবতার গুণটিকে নির্দেশ করে। উক্ত গুণটির গুরুত্ব ব্যক্তিজীবনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা পালন করছে।

মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মের অঙ্গ। আমরা জানি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ— এ দশটি গুণ যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে ধন্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কাজে লাগিয়ে জীবনকে সার্থক করেছে মহান। মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের জীবনের সর্বস্ব অন্যের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। কেবল অর্থ দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়েও অনেক মহানুভব ব্যক্তি চরম ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। জীবে দয়া করাই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। উদ্দীপকের ছক-২-এ একই কথা বলা হয়েছে। মানবতা আমাদের ভালো মানুষ হতে শেখায়। মানবিক কর্মের মাধ্যমে পুণ্য হয় বিধায় তা ধর্ম পালনে সহায়ক। তাই মানবতা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিশেষে বলা যায়, আমরা আমাদের জীবনে মানবিকতার গুণগুলো অর্জনের মাধ্যমে প্রকৃত মানুষ হব। কেননা মানবতাই ধর্ম, অমানবিকতাই পাপ।

প্রশ্ন ৮ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৪

মৃণালবাবু অফিসে যাওয়ার পথে দেখতে পান একটি দোকানে আগুন লেগেছে। তিনি নিজের জীবনের চিন্তা না করে আগুনে আটকা পড়া কর্মচারীদেরকে উদ্ধার করেন। অন্যদিকে বিথি কালীপূজা উপলক্ষে কেনাকাটা করার জন্য বাজারে যায়। রাস্তায় জীর্ণদেহী এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে সে তার জমানো টাকা ভিক্ষুককে দান করে।

ক. মানুষ কাকে বলে? ১
খ. মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা করে? ২
গ. মৃণালবাবুর 'সৎ সাহস' তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বিথি কি প্রকৃতপক্ষে একজন মানবপ্রেমিক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৬

ক মনু + ষ্ণ = মানব অর্থাৎ মানুষ। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে, তাকেই প্রকৃত অর্থে মানুষ বলে।

খ অধিকাংশ মানুষ ধর্মকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন এবং ধর্মের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেন। আর এ ধর্মের বিধি-বিধান রয়েছে ধর্মগ্রন্থে। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে রয়েছে নানা উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ। এ সকল উপদেশ মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা রাখে। তাই মানুষ ধর্মকে শ্রদ্ধা করে।

গ মৃণালবাবুর 'সৎসাহস' আমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বর্ণনা করা হলো—

সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পাওয়া। ন্যায়-অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। অন্য কথায় নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই বলে সৎসাহস। সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে অনেক বীরের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। যেখানে রাম, অর্জুনদের মতো ব্যক্তিরা সৎসাহসের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। পাশাপাশি কৃত্তিবাস অনূদিত রামায়ণে বালক তরণীসেনের সৎসাহসের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে মৃণালবাবু অফিসে যাওয়ার পথে দেখতে পান একটি দোকানে আগুন লেগেছে। তিনি নিজের জীবনের চিন্তা না করে আগুনে আটকা পড়া কর্মচারীদের উদ্ধার করেন। একাজে জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও তিনি অন্যের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করেন। তার এই চেষ্টার নামই সৎসাহস।

ঘ হ্যাঁ, বিথি প্রকৃতপক্ষে একজন মানবপ্রেমিক।

মানবপ্রেম বলতে বোঝায় মানুষের প্রতি মানুষের দরদ, সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগ, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছে। মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। জীবে দয়াই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, বিদ্যাহীনে বিদ্যা, ধর্মহীনে ধর্মজ্ঞান, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম।

উদ্দীপকে বিথি কালীপূজা উপলক্ষে কেনাকাটা করার জন্য বাজারে যায়। রাস্তায় জীর্ণদেহী এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে সে তার জমানো টাকা ভিক্ষুককে দান করেন। অতএব বলা যায়, বিথি প্রকৃতপক্ষে একজন মানবপ্রেমিক।

প্রশ্ন ৯ ▸ ঢাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০

দৃশ্যকল্প-১ : একদিন সন্ধ্যায় অসীম দেখে প্রচন্ড শীতে এক ভিক্ষুক কাঁপছে। তখন অসীম শীতের ভয়াবহতা উপেক্ষা করে নিজের গায়ের দামি চাদরটি খুলে ভিক্ষুককে দিয়ে দিল। চাদরটি পেয়ে ভিক্ষুক অসীমকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করল।

দৃশ্যকল্প-২ : তমাল নদীর পাড় দিয়ে হাঁটার সময় দেখল কিছু লোক নদী পার হচ্ছে। হঠাৎ একটা শিশু মায়ের কোল থেকে জলে পড়ে গেল। শিশুটিকে কেউ জল থেকে তুলছে না। তমাল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল। ফলে শিশুটির মা তমালকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করল।

ক. মানবতা কাকে বলে? ১
খ. মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ অসীমের চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের যে চরিত্রের মিল আছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ তমালের কর্মকান্ডের শিক্ষা, সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৮

ক মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা বা মমত্ববোধকে মানবতা বলে।

খ সকল প্রাণীর কিছু সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও কিছু গুণ আছে, যেমন মানবতা যা অন্য প্রাণীর নেই। আর এ জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।

গ দৃশ্যকল্প-১ এ অসীমের চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের রন্তিবর্মা চরিত্রের মিল আছে।

রন্তিবর্মা অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করে আটচল্লিশ দিন না খেয়ে উনপঞ্চাশতম দিনে থালা ভর্তি খাবার পেয়েও নিজে না খেয়ে ভিক্ষুক ও তার কুকুরকে খাইয়েছিলেন। অনুরূপভাবে আমরা উদ্দীপকে অসীমের ক্ষেত্রে দেখতে পাই, শীতের ভয়াবহতা উপেক্ষা করে সে তার গায়ের দামি চাদরটি খুলে এক ভিক্ষুককে দিয়ে দিল এবং ভিক্ষুক তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করল। তার এরূপ আচরণের মধ্য দিয়ে মানবতাবোধেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মানুষের প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। মানুষের প্রতি তার এই যে অগাধ ভালোবাসা এর মধ্য দিয়ে মানবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাই বলা যায়, অসীমের মধ্যে রন্তিবর্মার মানবতার গুণের প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ ৩২৬ পৃষ্ঠার ৪(ঘ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ১০ ▸ রাজশাহী, যশোর, সিলেট ও বরিশাল বোর্ড ২০২০

নরেন বাবুর ছেলে সুরেন। নরেন বাবু এক ধনী ব্যক্তি। সুরেন লেখাপড়া করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হন। তার পিতার অকাল মৃত্যুতে সাংসারিক সকল দায়িত্ব তার উপর বর্তায়। কিন্তু সবসময় হতদরিদ্র-অসহায় বিপদগামী মানুষকে সেবা করাই ছিল তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এভাবে সেবা করতে করতে অর্থসম্পদ শেষ হয়ে যায়। তিনি নিঃস্ব হয়েও তার দানের চেষ্টা অব্যাহত থাকে। অপরদিকে সুরেনের এক বাল্যবন্ধু বিজন। সেও ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন দুর্যোগে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। একবার তার এলাকায় একদল সন্ত্রাসী গ্রামবাসীকে আক্রমণ করে। এলাকার সবাই তাদেরকে ভয় পায়। কিন্তু বিজন ভয় না পেয়ে সন্ত্রাসীদের সাথে মোকাবিলা করে। গ্রামবাসীরা জীবনে বেঁচে যায় এবং সে সন্ত্রাসীদের চরমভাবে প্রতিহত করে।

ক. রাবণ কোন যুগের রাজা ছিল? ১
খ. 'মানবতা ধর্মের অঙ্গ'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সুরেন বাবুর চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিজনের যে চরিত্র ফুটে উঠেছে তা মূল্যায়ন কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩ ও ৬

ক রাবণ ত্রেতা যুগের রাজা ছিলেন।

খ মানবতা একটি বিশেষ গুণ। আমরা জানি সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ-এ দশটি হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। এ গুণগুলো যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। এজন্য মানবতা ধর্মের অঙ্গ।

গ উদ্দীপকের সুরেন বাবুর চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের রন্তিবর্মা চরিত্রের মিল রয়েছে।

রাজা রন্তিবর্মা ছিলেন প্রজাবৎসল। তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। রাজা হয়েও পার্থিব বিষয়ের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের চরণকে তিনি একমাত্র সম্পদ মনে করে একবার অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচকবৃত্তি হলো লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দেবে, তাই দিয়ে দিন যাপন করতে হবে। এ বৃত্তি গ্রহণ করার পর আটচল্লিশ দিন কেটে গেছে। এই আটচল্লিশ দিন কেউ তাঁকে কিছু দেয়নি। তিনি খেতেও চাননি। উনপঞ্চাশতম দিন সে এক ভক্ত তাকে কিছু খাবার খেতে দেওয়া মাত্রই একজন ভিক্ষুক তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে নিজেকে অভুক্ত বলে খাবার চায়, তখন রন্তিবর্মা তার নিজের কথা না ভেবে সবটুকু খাবার ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়। এই যে মানবতাবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তা প্রকাশ পেয়েছে উদ্দীপকের সুরেন বাবুর চরিত্রে। তিনিও মানুষের সেবা করতে করতে নিজে নিঃস্ব হয়ে যান, কিন্তু দানের চেষ্টা অব্যাহত থাকে। এজন্য আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, সুরেন বাবুর চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের বিজনের চরিত্রে আমার পাঠ্যপুস্তকের সৎসাহস নামক নৈতিক গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সৎসাহসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করা। অন্যকথায়, নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তাকে সৎসাহস বলে। সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত। দুর্বল বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য সৎসাহসের প্রয়োজন হয়। সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। সৎসাহস যাঁদের আছে তাঁরা সমাজের, দেশের বা জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গ। সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সৎসাহস ধারণাটি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক কাজ করা যায়। সর্বোপরি দেশমাতৃকাকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন ১১ ▸ ঢাকা ও বরিশাল বোর্ড ২০১৯

উদ্দীপক-১ : চয়ন বাবু ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। এজন্য তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেন।

উদ্দীপক-২ : একদিন সঞ্চিতাদেবী একাদশীর উপবাস পালন করেছেন। এমন সময় সেখানে একজন ভিক্ষুক এসে খাবার চাইল। তার কাছে কোনো খাবার না থাকায় তিনি খুব রেগে যান এবং ভিক্ষুককে তাড়িয়ে দেন।

ক. বীরের ধর্ম কী? ১
খ. মানুষের মহত্ত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. চয়ন বাবুর মধ্যে কার নৈতিক আদর্শ ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সঞ্চিতাদেবীকে কি প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ বলা যায়? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৮

ক বীরের ধর্ম হলো ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা।

খ মানুষের মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। মানবতা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে মানুষ তার মহত্ত্বের পরিচয় রাখতে পারে, মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অসংখ্য মহৎপ্রাণ ব্যক্তি নিজের জীবনের সর্বস্ব অন্যের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যেরও উপকার হয়। তাই বলা যায়, মানুষ হয়ে মানুষের প্রতি মানবতা প্রদর্শন করাই হলো মহত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ।

গ চয়ন বাবুর মধ্যে সৎসাহসী বালক তরণীসেনের নৈতিক আদর্শ ফুটে উঠেছে।

'সাহস' কথাটির অর্থ ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। 'সৎ' শব্দের অর্থ সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং সৎসাহস কথাটির সামগ্রিক অর্থ হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস। অন্য কথায় নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তিদ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই বলে 'সৎসাহস'। উদ্দীপকের চয়ন বাবুও একজন সৎসাহসী ব্যক্তি। তিনি ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন এবং ছিনিয়ে আনেন এ দেশের স্বাধীনতা। তার মাঝে তরণীসেনের নৈতিক আদর্শ বিদ্যমান। রাম-রাবণের যুদ্ধে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক তরণীসেন যে সাহসিকতার পরিচয় রেখেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। যুদ্ধে নিজ রাক্ষসকুলকে জয়ী করতে তৎপর ছিল সে। যদিও তরণী যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল তথাপি দেশের জন্য তার আত্মত্যাগ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতা রক্ষা করতে যার যতটুকু শক্তি আছে, তা প্রয়োগ করা বা কাজে লাগানোর সৎসাহস থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা তরণীসেনের মতো সৎসাহসী হব। দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে কখনো পিছপা হব না। উদ্দীপকের চয়ন বাবু এ নৈতিক আদর্শকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঘ না, সঞ্চিতাদেবীকে প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ বলা যায় না।

মানবতার গুণের জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে তাকেই প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা যায়। উদ্দীপকের সঞ্চিতাদেবীর মধ্যে মানবতাবোধের অনুপস্থিতি রয়েছে। তিনি একাদশী ব্রত পালন করে পুণ্য অর্জনের চেষ্টা করলেও ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের সাথে খারাপ ব্যবহার করেছেন তা কখনো কাম্য নয়। কিন্তু মানবপ্রেমী রন্তিদেব আটচল্লিশ দিন না খেয়ে থাকার পরও একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে তার ভিক্ষালব্ধ খাবার দিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি নিজে কষ্ট করলেও মানবধর্মের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মানবতাই ধর্ম। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যেরও উপকার হয়। আমরা মানবতা গুণ অর্জন করব। তাহলে নিজের পুণ্য হবে এবং অপরেরও কল্যাণ হবে।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, মানবতা প্রকাশ না করে অসহায় মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করার কারণে সঞ্চিতাদেবীকে প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ বলা যায় না।

প্রশ্ন ১২ ▸ রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে নয়ন লক্ষ করল একটি শিশু রাস্তায় হাঁটছে। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে একটি দ্রুতগামী বাস আসছে। সে শিশুটিকে কোনোমতে রক্ষা করল কিন্তু বাসের একটি চাকা তার পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। অন্যদিকে তারই বন্ধু সাগর একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একজন বৃদ্ধকে ব্যস্ত সড়ক পার করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। বৃদ্ধ তাকে মনভরে আশীর্বাদ করে।

ক. বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী? ১
খ. অযাচকবৃত্তি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নয়নের মধ্যে পাঠ্যের কোন নৈতিক গুণের প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাগরের কাজটি রাজা রন্তিবর্মার কাজের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৩

ক বিভীষণের স্ত্রীর নাম হলো সরমা।

খ অযাচকবৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে নিজের ইচ্ছায় যা দেবে তা দিয়ে জীবনযাপন করতে হবে। ধর্মগ্রন্থে রাজা রন্তিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পন করে অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

গ নয়নের মধ্যে পাঠ্যের যে নৈতিক গুণ প্রকাশ পেয়েছে সেটি হলো মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এ মানবিক গুণ রয়েছে তাকেই প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা যায়। উদ্দীপকের নয়ন এমনই একজন মানবতাবাদী মানুষ। বাসের ধাক্কা থেকে একটি শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে তার পায়ের ওপর দিয়ে বাসের চাকা চলে গেল। তার এমন আত্মত্যাগ মানবতারই নামান্তর। মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। মহত্ত্বের উৎস হলো মানবতা বা মানবপ্রেম। কেবল অর্থ দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়েও বহু মহানুভব ব্যক্তি চরম ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। জীবে দয়াই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, বিদ্যাহীনে বিদ্যা, ধর্মহীনে ধর্মজ্ঞান, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। আমরা আমাদের জীবনে মানবতার গুণগুলো অর্জন করব। আমরা প্রকৃত মানুষ হব। তাই বলা যায়, নয়নের মধ্যে পাঠ্যের মানবতা নামক নৈতিক গুণটিরই প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ সাগরের কাজটি রাজা রন্তিবর্মার কাজের আলোকে বিচার করলে পুরাপুরি যথার্থ বলা যায়।

মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ এবং ধর্মের অঙ্গ। মানবতা না থাকলে কোনো মানুষকে প্রকৃত মানুষ বলা যায় না। এ কারণেই মানবতার ধর্মে অনুপ্রাণিত হওয়াই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। উদ্দীপকের সাগর একজন বৃদ্ধ মানুষকে যেভাবে সাহায্য করেছে তা সত্যিকার অর্থেই মানবতার বহিঃপ্রকাশ। পাঠ্যবইয়ে আলোচিত রাজা রন্তিবর্মাও এমনই মানবতা প্রদর্শন করেছিলেন। কৃষ্ণভক্ত রাজা রন্তিবর্মা একবার শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করলেন। এর ফলে তিনি কারও কাছে কিছু চাইতে পারবেন না। লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া

করে যা দেবে তাই দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। এ বৃত্তি গ্রহণ করার পর একটানা আটচল্লিশ দিন তিনি অনাহারে ছিলেন। উনপঞ্চাশতম দিবসে এক ভক্ত তাঁকে থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেল। কিন্তু এমন সময় এক ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক তার কুকুরসহ রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। রাজা রন্তিবর্মাও নিজের ক্ষুধার কথা ভুলে গিয়ে ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে খাবার দিয়ে দিলেন। তার মতো এমন মানবতার দৃষ্টান্ত বিরল। মানবতাই ধর্ম। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, অন্যেরও উপকার হয়। আমরা মানবতা গুণ অর্জন করব। তাহলে নিজের পুণ্য হবে এবং অপরেরও কল্যাণ হবে। তাই বলা যায়, সাগরের কাজটি নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য কাজ।

প্রশ্ন ১৩ ▸ সকল বোর্ড ২০১৮

শিলারাণী একজন ধর্মপরায়ণা রমণী। তিনি ভিক্ষুকদের কখনো শূন্য হাতে ফেরান না। ক্ষুধার্ত, অভাবতাড়িত মানুষ দেখলেই তাঁর মন-প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই ভালোবাসা বা মমত্ববোধই মানবতা। এ মানবতাবোধই নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার অঙ্গ।

ক. রন্তিবর্মা কত দিন অনাহারে ছিলেন? ১

খ. অযাচকবৃত্তি কী— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিলারাণীর মধ্যে রন্তিবর্মার কোন গুণের প্রকাশ ঘটেছে— ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'নীতিশিক্ষা ধর্মশিক্ষার অঙ্গ'— বক্তব্যটি যথাযথ মূল্যায়ন কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৩

ক রন্তিবর্মা আটচল্লিশ দিন অনাহারে ছিলেন।

খ অযাচকবৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে নিজের ইচ্ছায় যা দেবে তা দিয়ে জীবনযাপন করতে হবে। ধর্মগ্রন্থে রাজা রন্তিদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিজেকে সমর্পন করে অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

গ শিলাদেবীর মধ্যে রন্তিবর্মার যে গুণের প্রকাশ ঘটেছে তা হচ্ছে মানবতা। রন্তিবর্মা অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করে আটচল্লিশ দিন না খেয়ে উনপঞ্চাশতম দিনে থালা ভর্তি খাবার পেয়েও নিজে না খেয়ে ভিক্ষুক ও তার কুকুরকে খাইয়েছিলেন। অনুরূপভাবে আমরা উদ্দীপকে শিলাদেবীর ক্ষেত্রে দেখতে পাই, তিনি কোনো ভিক্ষুক দেখলে তার মন-প্রাণ কেঁদে ওঠে। কখনো কোনোদিন কোনো ভিক্ষুককে শূন্য হাতে ফেরাননি। মানুষের প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। মানুষের প্রতি তার এই যে অগাধ ভালোবাসা এর মধ্য দিয়ে মানবতার পরিচয় ফুটে ওঠে। তাই বলা যায়, শিলা দেবীর মধ্যে রন্তিবর্মার মানবতার গুণের প্রকাশ ঘটেছে।

ঘ নীতিশিক্ষা ধর্মশিক্ষার অঙ্গ—বক্তব্যটি সঠিক ও যথার্থ।

নীতি হচ্ছে মানুষের জন্য, সমাজের জন্য মঙ্গলকর বিধিবিধান। সমাজে কোন ধরনের কাজ ভালো আর কোন ধরনের কাজ মন্দ এ সম্পর্কিত যে শিক্ষা তাই হচ্ছে নীতি শিক্ষা। নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত কোনো ব্যক্তি ভালো কাজ ছাড়া মন্দ কাজ করতে পারে না। ধর্মশিক্ষার ক্ষেত্রেও ভালো কাজ করা ধর্ম আর মন্দ কাজ করা অধর্ম। তাছাড়া যে ব্যক্তি নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত সে কখনো পরের দ্রব্য অপহরণ বা আত্মসাৎ করতে পারে না। কারণ তার নৈতিক মূল্যবোধের মানদণ্ডে তা অন্যায় এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ধর্মগ্রন্থেও এরকম ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে। নীতিশিক্ষা বলে, 'রাগ করবে না' ধর্মও বলে 'রাগ করবে না।' নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ধার্মিক। যার নীতিশিক্ষা নেই সে অধার্মিক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নীতিশিক্ষা ধর্মপথের নির্দেশ দেয় এবং নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি নিজেকে সবসময় ধর্মপথে চালিত করেন। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, নীতিশিক্ষা ধর্মশিক্ষার অঙ্গ।

প্রশ্ন ১৪ ▸ সকল বোর্ড ২০১৮

উত্তম কলেজে যাবার সময় দেখতে পেল একজন ছিনতাইকারী এক মহিলার ব্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছে আর মহিলাটি চিৎকার করছেন। তা দেখে উত্তম ছিনতাইকারীকে তাড়া করে ধরে ফেলল। এক সময় ছিনতাইকারীর আঘাতে উত্তমের কপাল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তম ছিনতাইকৃত ব্যাগ উদ্ধার করে মহিলার হাতে তুলে দিল।

ক. তরণী সেনের পিতার নাম কী? ১

খ. কেন সৎসাহসের প্রয়োজন হয়?— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উত্তমের কৃতকর্ম থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে কীভাবে কাজে লাগাতে পার— আলোচনা কর। ৩

ঘ. উত্তমের সৎসাহস যেন তরণী সেনের সৎসাহসেরই প্রতিরূপ— বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৬ ও ৭

ক তরণী সেনের পিতার নাম বিভীষণ।

খ একজন মানুষের জীবনে সৎসাহস খুবই প্রয়োজন। কেননা যখন কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করে তখন সৎসাহসের বলে দুর্বলের পাশে দাঁড়ানো যায়। সৎসাহসের কারণে দুর্বলকে বা অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচারীর কবল থেকে রক্ষা করা যায় এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করা যায়। সমাজ, দেশ ও জাতি সৎসাহসী ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হয়। সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজের দেশের বা জাতির কোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে কখনো দ্বিধা করেন না। এজন্য সৎসাহস একান্ত প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকের উত্তম নামক চরিত্রে আমরা দেখতে পাই, সে কলেজে যাওয়ার সময় দেখে এক ছিনতাইকারী একটি মহিলার কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছে আর মহিলা চিৎকার করছে। এ অবস্থাটি সে সহ্য করতে না পেরে ছিনতাইকারীর পেছন পেছন দৌড়াতে দৌড়াতে অবশেষে ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলল। পরবর্তীতে ছিনতাইকারীর আঘাতে তার কপাল থেকে রক্ত ঝরলেও সে সৎসাহস দেখিয়ে মহিলার ব্যাগ উদ্ধার করে মহিলার হাতে তুলে দিল। উত্তমের এ সৎসাহসের ঘটনাটি থেকে আমি সৎসাহস দেখাতে অনুপ্রেরণা পাব। আমি যখন দেখব কেউ দুর্বলের উপর অত্যাচার করছে তখন দুর্বলের পাশে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীর মোকাবিলা করব। রাস্তাঘাটে যখন দেখব কোনো ছিনতাইকারী কারও কাছ থেকে কিছু নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে ছিনতাইকারীর উপর ঝাপিয়ে পড়ব। যদি কোনো শিশু অসহায় অবস্থায় পড়ে তাকে রক্ষা করব। সর্বোপরি সমাজের, দেশের বা জাতির যে কোনো বিপদে ঝাপিয়ে পড়তে কখনো পিছপা হব না। সব সময় সকল বাধা-বিপত্তি সৎসাহসের সাথে মোকাবিলা করার চেষ্টা করব।

ঘ উত্তমের সৎসাহস যেন তরণীসেনের সৎসাহসের প্রতিরূপ— কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

তরণীসেন ছিল পিতা বিভীষণের মতো ধার্মিক। সে তার রথের চূড়ায় রামনাম খচিত পতাকা শোভিত করে নিজের সারা অঙ্গে রামনাম লিখে নামাবলি গায়ে দিয়ে রথে ওঠে বসল। রথ ছুটে চলল যুদ্ধের ময়দানে। রাম তাকিয়ে দেখেন রামনাম খচিত ধ্বজাধারী রথের উপর দ্বাদশবর্ষীয় বালক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত। সে বান নিক্ষেপ করছে আর বানর বাহিনী হতাহত হচ্ছে। তরণীর এহেন বিবেচনা দেখে রাম বিস্মিত হলেন। অবশেষে রাম ধনুতে বৈষ্ণব অস্ত্র যোজনা করলেন এবং তরণীকে লক্ষ করে ছাড়লেন। তরণী জয়রাম জয়রাম বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বেও তরণীসেন ধর্মকে ত্যাগ করেনি। কারণ সে জানত যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য।

অপরদিকে উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, কলেজে যাওয়ার পথে উত্তম দেখতে পায় ছিনতাইকারী একটি মহিলার কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে পালাচ্ছে আর মহিলা চিৎকার করছে। এমন অবস্থায় সে তার

নিজের জীবনের কথা চিন্তা না করে দৌড় দিয়ে ছিনতাইকারীকে ধরে ফেলে। পরবর্তীতে ছিনতাইকারীর আঘাতে তার কপাল থেকে রক্ত ঝরলেও সে সৎসাহসের সাথে ব্যাগটি উদ্ধার করে মহিলার হাতে তুলে দেয়। যা তরণীসেনের কাজের অনুরূপ। এজন্য আমরা বলতে পারি, উত্তমের সৎসাহস যেন তরণীসেনের সৎসাহসের প্রতিরূপ।

প্রশ্ন ১৫ ▸ সকল বোর্ড ২০১৬

সাতক্ষীরা জেলার নদী উপকূলবর্তী জগন্নাথপুর গ্রামের প্রশান্ত বিশ্বাসের বসতভিটা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় সে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। কিছুদিন যাবৎ সেখানে ত্রাণও পৌঁছাতে পারেনি। তাকে অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। যখন সে ত্রাণ পেল এমনি সময় মুমূর্ষু এক মহিলা তার কাছে খাবার প্রার্থনা করছে। তখন সে নিজে খাবার না খেয়ে তাকে দিয়ে দেয়। কারণ সে জানত মানবতাই ধর্ম।

ক. অযোধ্যার রাজা কে ছিলেন? ১
খ. মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় কেন? ২
গ. প্রশান্ত বিশ্বাসের সাথে রন্তিবর্মার সাদৃশ্য কোথায়? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'মানবতাই ধর্ম' কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৩

ক অযোধ্যার রাজা ছিলেন দশরথ।

খ সকল প্রাণীর কিছু সহজাত প্রবৃত্তি থাকে। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও কিছু গুণ আছে, যেমন মানবতা যা অন্য প্রাণীর নেই। আর এ জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব।

গ মানবতার দিক দিয়ে উদ্দীপকের প্রশান্ত বিশ্বাসের কাজকর্ম ও রাজা রন্তিবর্মার কাজকর্মের মধ্যে পুরাপুরি মিল পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের প্রশান্ত বিশ্বাস বেশ কিছুদিন অভুক্ত ছিলেন। কিন্তু যখনই খাবার হিসেবে কিছু ত্রাণ পেলেন তখনি একজন মুমূর্ষু মহিলা তার কাছে খাবার প্রার্থনা করেন। তখন তিনি তা না খেয়ে দিয়ে দেন। কারণ তিনি জানতেন মানবতাই ধর্ম। ঠিক তেমনি রাজা রন্তিবর্মা অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করে আটচল্লিশ দিন না খেয়েছিলেন। উনপঞ্চাশতম দিনে এক ভক্তের কাছ থেকে কিছু খাবার পাওয়ার পরও নিজে না খেয়ে ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক ও তার কুকুরকে খাইয়েছিলেন। এভাবেই তিনি মানবতার এক কঠিন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এ আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রশান্ত বিশ্বাস ও রন্তিবর্মা উভয়ই মানবতার মতাদর্শে বিশ্বাসী।

ঘ মানবতা একটি নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মেরও অঙ্গ। আমরা জানি সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কাজে লাগিয়ে সার্থক করেছে, করেছে মহান। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম।

আমরা আমাদের জীবনে মানবতার গুণগুলো অর্জন করব। আমরা প্রকৃত মানুষ হব। কারণ মানবতাই ধর্ম, অমানবিকতাই পাপ।

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ১৬ ▸ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

তীর্থ বাবু বেশ অর্থ সম্পদের মালিক। পদ্মার ভাঙনে কয়েকটি পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। সেই পরিবারগুলোকে তিনি তার জমিতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে, অর্ণব একদিন নদীতে স্নান করছিল। সে দেখল একটি ছোট্টো ছেলে স্নান করতে করতে গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে। ছেলেটি বাঁচাও বলে চিৎকার করছিল। অর্ণব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছেলেটিকে বাঁচালো।

ক. বীরের ধর্ম কী? ১
খ. মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তীর্থ বাবুর কর্মকান্ডে কী প্রতিফলিত হয়েছে? পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অর্ণবের কাজের মধ্যে যা প্রতিফলিত হয়েছে তা কি তুমি সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৬

ক বীরের ধর্ম হলো ধর্মরক্ষায় সর্বদা যুদ্ধ করা।

খ মানবতা নামক গুণটি মানুষের মধ্যে আছে বলে মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। কারণ যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। মানুষ সহজাত কিছু প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেমন– ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি। তবে এই প্রবৃত্তিগুলো থাকলে তাকে মানুষ বলে চিহ্নিত করা যায় না, কারণ পশুপাখির মধ্যে এই প্রবৃত্তিগুলো বিদ্যমান। একটি বিশেষ গুণ মানুষকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা করেছে। সেই গুণটি হলো মানবতা।

গ তীর্থ বাবুর কর্মকান্ডে মানবতা প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঠ্যে বলা আছে মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মের অঙ্গ। আমরা জানি সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলতে পারি। মানবতা গঠনে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে বাস করে এবং অপরের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা, মমত্ববোধ এরই নাম মানবতা।

উদ্দীপকে তীর্থ বাবু বেশ অর্থসম্পদের মালিক। পদ্মার ভাঙনে কয়েকটি পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। সেই পরিবারগুলোকে তিনি তার জমিতে আশ্রয় দিয়েছে। তীর্থ বাবু ওই গৃহহীন মানুষগুলোর উপকার করেছে, এর মাধ্যমে তার মধ্যে মানবতার গুণটি ফুটে উঠেছে। মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন একজন ব্যক্তি অপরের দুঃখ-কষ্টে এগিয়ে আসে। পাঠ্যবইতে রন্তিবর্মার মানবতার কাহিনিটির উল্লেখ আছে। রন্তিবর্মা অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার আটচল্লিশ দিন পার হয়ে উনপঞ্চাশতম দিনে কিছু খাবার পেয়েছিল। কিন্তু সেই খাবারও একজন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক ও তার কুকুরকে দিয়ে দিয়েছে নিজে না খেয়ে। অতএব বলা যায়, তীর্থ বাবুর কর্মকান্ডে মানবিক দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ অর্ণবের কাজের মধ্যে সৎসাহস নামক মহৎ গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে। আমি অর্ণবের এই সৎসাহসকে সমর্থন করি।

সৎসাহস হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো অথবা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই সৎসাহস। নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে

জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য, বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে, তাকেই বলে সৎসাহস। যারা ভীরু-কাপুরুষ তারা কখনো কোনো কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কাজ করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতি এদের দ্বারা উপকৃত হয় না। এরা সমাজের জঞ্জাল। আর সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। তারা সমাজের, দেশের বা জাতির যেকোনো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেন না। সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ, সৎসাহস ধর্মের অঙ্গ। তাই আমি উদ্দীপকের অর্নবের সৎসাহসকে সমর্থন করি। অর্নব একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখে ছোট ছেলে স্নান করতে করতে গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে। অর্নব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছেলেটিকে বাঁচালো। এখানে অর্নবের জায়গায় কোনো ভীরু লোক থাকলে ছেলেটির জীবন বাঁচাতে পারত না। অর্নবের সৎসাহস আছে সেজন্য ছেলেটিকে বাঁচাতে পেরেছে।

প্রশ্ন ১৭ ▶ বগুড়া জিলা স্কুল

স্বপন চৌধুরী তার কর্মকাণ্ডের জন্য সমাজের সকলের নিকট অত্যন্ত সম্মানের পাত্র। তিনি নিজের জীবনের সর্বস্ব অন্যের জন্য ব্যয় করতে প্রস্তুত। তিনি নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, বিপন্নকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন। তিনি সেবা, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে আদর্শ স্থাপন করেছেন।

ক. বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী? ১
খ. সৎসাহস ধর্মের অঙ্গ কেন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে স্বপন চৌধুরীর কর্মকাণ্ড মানুষের কোন গুণটিকে নির্দেশ করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মানুষের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ অনুসরণীয়— উদ্দীপকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ২ ও ৪

ক বিভীষণের স্ত্রীর নাম সরমা।

খ সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ হওয়ায় এটি ধর্মেরও অঙ্গ। সৎসাহস শব্দের অর্থ হচ্ছে ন্যায়ের জন্য নির্ভীকতা বা ভয়শূন্যতা। সৎসাহসী ব্যক্তি সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তাদের জীবনের লক্ষ্য থাকে সত্য প্রতিষ্ঠা করা। এটা মানুষের একটি প্রশংসনীয় নৈতিক গুণ।

গ উদ্দীপকের স্বপন চৌধুরীর কর্মকাণ্ড মানুষের মানবতা গুণটিকে নির্দেশ করে।

মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মের অঙ্গ আমরা জানি, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। কারণ মানবতার গঠন ও বিকাশে এ গুণগুলো অপরিহার্য। মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, রয়েছে সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সত্যের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছে। মানুষের মঙ্গলের জন্য দুঃখ বরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে ধন্য হয়েছে। মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম কাজে লাগিয়ে জীবনকে সার্থক করেছে। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, রুগ্নকে ওষুধ, গৃহহীনে গৃহ, শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা মানবতারই আরেক নাম। আমরা আমাদের জীবনে মানবতার গুণগুলো অর্জন করতে পারলে। আমরাও প্রকৃত মানুষ হব।

ঘ প্রকৃত মানুষ হতে হলে মানুষের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ অবশ্যই অনুসরণীয়— এ বিষয়ে আমি একমত পোষণ করি।

মানুষ হওয়ার জন্য মানবিক গুণাবলির প্রয়োজন। মনু + ষ্ণ = মানব অর্থাৎ মানুষ। মানুষের সহজাত কিছু প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যেমন— ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা, দ্বেষ, লোভ-লালসা ইত্যাদি। পশুপাখি, জীবজন্তু এমনকি ইতর প্রাণীদের মধ্যেও প্রবৃত্তিগুলো বিদ্যমান। সুতরাং মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে যখন তার মধ্যে মানবতা নামের বিশেষ গুণটি থাকবে। মানবতার জন্যই মানুষ অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ। উদ্দীপকের স্বপন চৌধুরী মানবতা গুণটিরই বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। মানবতা গুণের দ্বারা মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। অন্যের উপকার হয়। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল ইত্যাদি দিয়ে মানুষের সেবা ও ত্যাগের মাধ্যমে মানবতা দেখানো যায়। যেমন, রাজা রন্তিবর্মা অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করে আটচল্লিশ দিন না খেয়ে উনপঞ্চাশতম দিনে থালা ভর্তি খাবার পেয়েও মানবতাবোধের কারণে তা না খেয়ে ভিক্ষুক ও তার কুকুরটিকে খাইয়ে ছিলেন। যেকোনো মহৎ মানুষ তার সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে এবং মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজের মেধা, শ্রম, অর্থ কাজে লাগিয়ে নিজেকে সার্থক করতে পারে। জীবে দয়াই মানব জাতির কল্যাণকর পথ। তাই স্বপন চৌধুরীর আদর্শ আমরা আমাদের জীবনে ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে অনুসরণ করব।

প্রশ্ন ১৮ ▶ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর (সেট-খ)

অমিত বাবুর বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় তিনি অসহায় হয়ে পড়েন। বেশ কয়েকদিন অনাহারে থাকার পর কিছু খাবার পেলেন। চারদিন পর অমিতবাবু সবেমাত্র খেতে বসেছেন, এমন সময় একজন ক্ষুধার্ত ভিখারি এসে তার কাছে খাবার চাইল। তিনি নিজে না খেয়ে সব খাবার তাকে দিয়ে দিলেন।

অন্যদিকে, দীনেশ অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সমাজে আজ প্রতিষ্ঠিত। তাই সে আর্ত, অসহায় ও পীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। মানবতার গুণগুলো অর্জন করে সে নিজেকে সার্থক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়।

ক. সৎসাহস কাকে বলে? ১
খ. ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সংযোগ করার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অমিত বাবুর চরিত্রের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল আছে? তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. 'প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবীয় গুণাবলি'— উক্তিটি মানবতার ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ৩ ও ৪

ক সৎসাহস হলো সত্য ও ন্যায়ের জন্য ভয় না পেয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

খ মানবের কল্যাণে, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতেই ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সংযোগ করা হয়েছে। এসব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে আমরা নিজেকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারি। নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হলে সমাজেও তার প্রভাব পড়বে। মানবজীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ অমিত বাবুর চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল আছে।

রন্তিবর্মা ছিলেন একজন প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা। শ্রীকৃষ্ণে সবকিছু সমর্পণ করে তিনি একবার অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেন। অযাচক বৃত্তি হলো, কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে তাই দিয়ে দিনযাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করার পর আটচল্লিশ দিন তাকে কেউ কোনো খাবার দেয়নি। উনপঞ্চাশতম দিবসে এক ভক্ত তাঁকে একটি থালায় করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। এবার তার উপবাস ভঙ্গ হবে। তবে হঠাৎ করে তার সামনে খুবই কাহিল একজন ভিক্ষুক ও একটি কুকুর উপস্থিত হয়। তারা না খেয়ে আছে এজন্য রন্তিবর্মার কাছে খাবার চায়। রন্তিবর্মা তখন নিজে না খেয়ে ভিক্ষুক ও কুকুরটিকে সবটুকু খাবার দিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে অমিত বাবুর বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকদিন অনাহারে থাকার পর কিছু খাবার পান। যখন তিনি খেতে বসেছেন তখন একজন ক্ষুধার্ত ভিখারি এসে তাঁর কাছে খাবার চাইলে তিনি নিজে না খেয়ে তাকে সেই খাবার দিয়ে দেয়। তাই বলা যায় যে, অমিত বাবুর সঙ্গে রন্তিবর্মার চরিত্রের মিল পাওয়া যায়।

ঘ প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবীয় গুণাবলি অর্জন।

উদ্দীপকে দীনেশ অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে সমাজে আজ প্রতিষ্ঠিত। তাই সে অতি অসহায় ও পীড়িত মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়। মানবতার গুণগুলো অর্জন করে সে নিজেকে সার্থক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবীয় গুণাবলি অর্জন। মানুষের সহজাত কিছু প্রবৃত্তি রয়েছে। যেমন— ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা, দ্বেষ, লোভ-লালসা ইত্যাদি। এই প্রবৃত্তিগুলো থাকলে তাকে মানুষ বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ পশুপাখি, জীবজন্তুর মধ্যে এই প্রবৃত্তিগুলো বিদ্যমান। সুতরাং মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন কোনো একটি বিশেষ গুণের দ্বারা তাকে অন্যান্য জীবজন্তু থেকে আলাদা করা যাবে। আর এ গুণটি হলো মানবতা। মানবতার জন্যই মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মানবতা নেই তাকে মানুষ বলা যায় না। পাশবিক আচরণ দিয়ে মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। যার মধ্যে এই মানবিক গুণ রয়েছে তাকেই প্রকৃত মানব বলে আখ্যায়িত করা যায়। মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। সুতরাং বলা যায়, প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবীয় গুণাবলি।

প্রশ্ন ১৯ ▸ ডাঃ খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

তথ্য-১ : কেশব বাবু বন্যার্ত মানুষদের খাদ্য, বস্ত্র দান করেন।
তথ্য-২ : তিতুমীর দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য শহিদ হন।
ক. অযাচক বৃত্তি কী? ১
খ. ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে কী হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্য-২ এ কোন নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কেশব বাবুকে কী একজন প্রকৃত মানুষ বলা যায়? তোমার মতামত দাও। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৬

ক অযাচক বৃত্তি হচ্ছে কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছে করে বা দয়া করে যা দেবে তা দিয়েই জীবনধারণ করতে হবে।

খ মানবজীবনের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ এবং নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য বিভিন্ন উপদেশ, নির্দেশ, রীতি-নীতি, আখ্যান-উপাখ্যান যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। ধর্মগ্রন্থে ধর্মতত্ত্ব, ধর্মাচার, ধর্মীয় সংস্কার, ধর্মানুষ্ঠান, অনুকরণীয় উপাখ্যান প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকে। কাজেই আদর্শ জীবনাচারণ ও নৈতিকতা গঠনে ধর্মগ্রন্থের বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে। তাই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হয়। ধর্মগ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করা ধর্মেরও অঙ্গ।

গ তথ্য-২ এ সৎসাহসের মতো নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে।

'সাহস' কথাটির অর্থ-ভয়শূন্যতা বা নির্ভীকতা। 'সৎ' শব্দের অর্থ-সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা। সুতরাং, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই হচ্ছে সৎসাহস। যেমনটা আমরা তথ্য-২ এ তিতুমীরের মধ্যে দেখতে পাই। দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য শহিদ হন। যা সৎসাহসেরই বহিঃপ্রকাশ।

সৎসাহস মানুষের একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। সৎসাহস ধর্মেরও অঙ্গ। নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও দেশের মঙ্গলের জন্য বা অন্যের মঙ্গলের জন্য যে ব্যক্তি নিজের শক্তি দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে বা সাহস প্রদর্শন করে তাকেই বলে সৎসাহস। যারা ভীরু বা কাপুরুষ তারা কখনো কোনো কল্যাণকর বা মঙ্গলজনক কোনো কাজ করতে পারে না। আর সৎসাহসী ব্যক্তি সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য অহঙ্কার। তাই আমাদের সৎসাহসের মতো মহৎ নৈতিক গুণটির লালন করা একান্ত কর্তব্য।

ঘ কেশব বাবুর মধ্যে মানবতার মতো মহৎ গুণটি প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই কেশব বাবুকে একজন প্রকৃত মানুষ বলা যায়।

উদ্দীপকে দেখতে পাচ্ছি, কেশব বাবু বন্যার্ত মানুষদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র দান করেন। যা তার মনুষ্যত্বের জন্য সম্ভব হয়েছে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজে বসবাস করে এবং অপরের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ এরই নাম মানবতা। জীবসেবাও মানবতার অঙ্গ। মানুষের প্রতি মানুষের রয়েছে দরদ, সংবেদনশীলতা। যুগে যুগে মানুষ সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজের জীবন ধন্য করেছে, জীবনের সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, কেবল অর্থ দিয়ে নয়, নিজের জীবন দিয়েও অনেক মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন। নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনে বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল, দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি, বিদ্যাহীনে বিদ্যা, বিপন্নকে আশ্রয়, ভয়ার্তকে অভয়, শোকার্তকে সান্ত্বনা, ধর্মহীনে ধর্মজ্ঞান এগুলো মানবতারই আরেক নাম। আর জীবে দয়াই হচ্ছে মানব জাতির জন্য কল্যাণকর পথ। মানবতার জন্যেই মানুষকে অন্য প্রাণীর থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যার মধ্যে মানবতা নেই, সে পশুর সমান।

তাই, আমরা মানবতার মতো মহৎ গুণগুলো অর্জন করে কেশব বাবুর মতো প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবো।

প্রশ্ন ২০ ▸ রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর

মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের মতোই কিছু কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। পরবর্তীতে কিছু মানবীয় গুণ অর্জন করলে তবে তাকে মানুষ মনে করা হয়। তখন বলা হয় মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই পাশবিক আচরণগুলো নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি।
ক. মানবতা বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মানবতা একটি নৈতিক গুণ কেন? ২
গ. মানবীয় গুণাবলি অর্জনে ধর্মের ভূমিকা কীরূপ? ৩
ঘ. পাশবিক ও মানবিক গুণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২

ক মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। মানবতা ধর্মের অঙ্গ।

খ মানবতা একটি নৈতিক গুণ। মানবতার গুণটির জন্য মানুষকে জীবজন্তু হিসেবে আলাদা করা যায়। মানবতার জন্যই মানুষকে জীব হিসেবে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মানবিক গুণাবলি। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে বাস করে এবং অপরের দুঃখে তার প্রাণ কেদে ওঠে। মানুষের প্রতি মানুষের এই যে ভালোবাসা বা মমত্ববোধ এরই নাম মানবতা। এটি কোনো দায়িত্ব বা কর্তব্য থেকে পালন অসম্ভব নয়। মানবতা বোধ তাই একটি নৈতিক গুণ।

গ মানবীয় গুণাবলি অর্জনে ধর্মের ভূমিকা অপরিহার্য।

মানবতা একটি বিশেষ নৈতিক গুণ। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা সুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। ধর্ম আমাদের মানবীয় গুণাবলি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। হিন্দুধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয় সত্য কথা বলার, সহনশীল হওয়ার। ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া উচিত। অপরের সেবা করা উচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "জীবে প্রেম করে যে জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।" অর্থাৎ ধর্ম আমাদের মানব সেবার পাশাপাশি জীব সেবার কথা বলে। মিথ্যা কথা বলা পরিহার করে সত্যের পথে চলতে শেখায়।

সুতরাং বলা যায়, প্রতিনিয়ত ধর্ম আমাদের মানবীয় গুণাবলি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঘ পাশবিক বলতে পশুর মতো আচরণকে বোঝায়। অর্থাৎ পশুসুলভ আচরণ। আর মানবিক গুণ হলো সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি ইত্যাদি।

মানুষের সহজাত কিছু প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ জন্মগ্রহণ করে। যেমন– ক্ষুধ, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসাদ্বেষ, লোভ-লালসা ইত্যাদি। তবে এই প্রকৃতিগুলো থাকলে তাকে মানুষ বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ পশুপাখি, জীবজন্তু; এমনকি ইতর প্রাণীর মধ্যেও এ প্রকৃতিগুলো বিদ্যমান। সুতরাং মানুষকে তখনই প্রকৃত মানুষরূপে চিহ্নিত করা যাবে যখন তার মধ্যে নিম্নোক্ত মানবিক গুণাবলি থাকবে। যেমন– সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, দয়া, চুরি না করা, শুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, শুদ্ধবুদ্ধি, জ্ঞান, সত্য ও অক্রোধ (রাগ না করা) এ দশটি যার মধ্যে আছে তাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলতে পারি। তবে শুধু পাশবিক আচরণ দিয়ে প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না। মানুষের সহজাত যে বৈশিষ্ট্য যেমন– ক্ষুদা, তৃষ্ণা, ক্রোধ, ভয়, হিংসা দ্বেষ, লোভ লালসা ইত্যাদি মানুষের মধ্যে যেমন আছে তেমনি পশুপাখির মধ্যেও আছে। তবে মানুষকে উপর্যুক্ত মানবিক গুণাবলি অন্যান্য সব প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। মানবিক গুণাবলি ও পাশবিক গুণাবলির মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো মানবতা।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

প্রশ্ন ২১ ▸ বিষয়বস্তু : ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব

নিমাই ভট্টাচার্য ঝিনাইদহ জেলার তিন নম্বর আসনের একজন সংসদ সদস্য। সমাজে তার অনেক ক্ষমতা এবং প্রভাব। তিনি প্রতিদিন সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার পূর্বে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবজীবনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মানুষকে সৎ ও ন্যায় পথে চলতে উপদেশ দেন এবং নিজে সৎ ও ন্যায়ের পথে থাকার চেষ্টা করেন।

ক. হিন্দুদের উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থগুলো কী? ১

খ. ধর্মগ্রন্থে কী ধরনের বিধিবিধান থাকে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ধর্মীয় গ্রন্থ কীভাবে নিমাইকে প্রভাবিত করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক হিন্দুদের উল্লেখযোগ্য ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, পুরাণ, মহাভারত, ভাগবত, গীতা, চন্ডী ইত্যাদি।

খ সমাজে যাঁরা সজ্জন তাঁরা সকলেই ধর্মকে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, সম্মান করেন এবং ধর্মের নিয়মকানুন, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলেন। আর ধর্মের বিভিন্ন নিয়মকানুন, রীতিনীতি, বিধিবিধান ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে। ধর্মগ্রন্থে নানা উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে সৎ, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ দেওয়া হয়।

গ নিমাই ভট্টাচার্য প্রতিদিন সকালে কাজে যাবার পূর্বে ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করলে তার মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হয়। তিনি ধর্মীয় শিক্ষা নিজ জীবনে প্রয়োগ করতেন। নিজে সৎ ও ন্যায়ের পথে থেকে জনগণের সাহায্যে এগিয়ে যেতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন পরোপকারই ধর্ম। সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি দূর করার জন্য তিনি মানুষকে সৎ ও ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ দিতেন। তিনি ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে শিক্ষালাভ করে সত্যিকারের সমাজসেবা করার চেষ্টা করেন। ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে তিনি বুঝতে পারেন জীবসেবার মাঝেই ঈশ্বরসেবা নিহিত। জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে। তাই তিনি সমাজের মানুষের পরোপকারে নিজেকে বিলিয়ে দিতেন।

ঘ ধর্মগ্রন্থেই নানা উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে সৎ, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ লিপিবদ্ধ থাকে। ধর্মকে ভালোবাসা, সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে চলার বিধিবিধান ধর্মীয় গ্রন্থে থাকে। ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে বিবেকবোধ, মানবিকতাবোধ জাগ্রত করতে ধর্মীয় গ্রন্থের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধর্মীয় গ্রন্থের আদেশ-উপদেশগুলো মেনে চললে সমাজের হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ইত্যাদি দূর করে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করা সম্ভব। মানুষ নৈতিকতার শিক্ষা ধর্মগ্রন্থ থেকে লাভ করে। এ কারণেই যারা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তারা সৎপথে, ন্যায়ের পথে চলে। মানবতার শিক্ষালাভ, উন্নত চরিত্র গঠনে ধর্মগ্রন্থের বিকল্প নেই। ধর্মগ্রন্থের নানা উপাখ্যানে সন্নিবেশিত থাকে কীভাবে মানবের কল্যাণে এগিয়ে যেতে হয়, সামাজিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতে হয়। এ শিক্ষা মানুষ তার নিজ জীবনে কাজে লাগাতে পারে। পরিশেষে বলা হয়, নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে এবং নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধর্মগ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ২২ ▸ বিষয়বস্তু : মানবতার দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান

২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরের সিডর সাতক্ষীরা জেলার জয়দেবপুর গ্রামের অজয়ের জীবনের সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায়। ঘরবাড়ি ও একমাত্র বৃদ্ধ মাকে হারিয়ে সে প্রায় দিশেহারা। টানা আট দিন তেমন কিছুই খাওয়া হয় নি। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে যে ত্রাণ দেওয়া হয় তাতে অজয়ের কপালে কিছু শুকনা চিড়া জোটে। যখনই সে খেতে যাবে এমন সময় এক বৃদ্ধা মুমূর্ষু অবস্থায় তার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু খাবারের আকুতি জানায়। অজয় তার চিড়া বৃদ্ধাকে দিয়ে বলে, নাও তোমার ক্ষুধা নিবারণ কর।

ক. রন্তিবর্মা কেমন প্রকৃতির রাজা ছিলেন? ১

খ. 'অযাচকবৃত্তি' বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অজয়ের কাজটির মাধ্যমে কি প্রকৃত মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'অজয়ের অনুভূতি যেন রন্তিবর্মার অনুভূতিরই প্রতিফলন'– আলোচ্য উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

২২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩

ক রন্তিবর্মা একজন প্রজাবৎসল, কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন।

খ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য হিন্দুধর্মের ধর্মভীরু মানুষ অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করে। অযাচকবৃত্তি হলো কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না, লোকে ইচ্ছা করে বা দয়া করে যা দেবে, তা দিয়েই দিন যাপন করতে হবে। অযাচক বৃত্তি হলো এক ধরনের প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর কেউ যদি খাবারের অভাবে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারাও যায় তবু কারও কাছে ভিক্ষা করা যাবে না, কারও কাছ থেকে চেয়ে কিছু খাওয়া যাবে না।

গ আলোচ্য উদ্দীপকে অজয় আট দিন না খেয়ে থাকার পরও নিজের চিন্তা না করে বৃদ্ধাকে নিজের খাবারটি দিয়ে দিয়েছিল। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অন্য ব্যক্তিকে নিজের খাবার দিয়ে দেবার মতো মানবিকতাবোধ আর কোথায় পাওয়া যাবে। জীবে দয়াই মানবজাতির কল্যাণকর পথ। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা বা মমত্ববোধ, এরই নাম মানবতা। অজয় মানুষের কল্যাণের জন্য দুঃখবরণ করেছে। সেবায়, ত্যাগে, কর্মে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। এভাবে অজয় অপরের কল্যাণে নিজের সবর্স্ব বিলিয়ে দিয়ে মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছে।

ঘ আট দিন না খাওয়ার পর ত্রাণ হিসেবে পাওয়া শুকনা চিড়া ছিল অজয়ের কাছে বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তারপরও অজয় তার খাবার তার চেয়ে ক্ষুধার্ত মানুষকে দান করে দেয়। মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মমত্ববোধ থেকেই অজয় এরকম মহৎ কাজটি করতে পেরেছিল। ঠিক অজয়ের মতো পাঠ্যপুস্তকের রন্তিবর্মাকেও আমরা দেখতে পাই আটচল্লিশ দিন অযাচক বৃত্তি গ্রহণের পর যখন তার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত। তখন সে তার ভিক্ষা পাওয়া খাবার ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকটি চাওয়া মাত্রই দিয়ে দেয়। এখানে রন্তিবর্মা তার নিজের কথা একটুও চিন্তা করেন নি। করেছেন ভিক্ষুকটির কথা। রন্তিবর্মা বিশ্বাস করতেন মানুষের ধর্ম হচ্ছে তার মনুষ্যত্ববোধ। এ মনুষ্যত্ববোধ বা মানবিকতাবোধ থেকেই তিনি চরম ত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাছে নিরন্নকে অন্ন, বস্ত্রহীনের বস্ত্র, তৃষ্ণার্তকে জল দান ছিল মানবিকতার আরেক নাম। উদ্দীপকের অজয় আর পাঠ্যপুস্তকের রন্তিবর্মার মধ্যে আমরা একই ধরনের মানবতাবোধ দেখতে পাই। তাদের উভয়ের মধ্যে যেন মানুষের প্রতি এক অনুভূতির প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রশ্ন ২৩ ▸ বিষয়বস্তু : সৎসাহসের দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান ও শিক্ষা

একই ভবনের দুটি ফ্লাটে ভাড়া থাকে জীত এবং অপূর্ব। অপূর্বের সুন্দরী বউকে জীত মাঝে মাঝেই উত্ত্যক্ত করত। জীতের অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় সে অপূর্বের স্ত্রীকে অপহরণ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সে তাকে একটি গোপন আস্তানায় নিয়ে যায়। অবশেষে অপূর্বের কাছে মুক্তিপণ চায় ও কিছু শর্ত আরোপ করে। রাম যেভাবে সীতাকে উদ্ধার করেছিল, ঠিক সেভাবে অত্যন্ত সৎ সাহসিকতার সাথে অপূর্ব তার স্ত্রীকে উদ্ধার করে বাসায় নিয়ে আসে।

ক. দশরথ কে ছিলেন? ১

খ. বিভীষণ কী কারণে তরণীসেনের পরিচয় গোপন করলেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের অপূর্ব চরিত্রের সাথে রামের চরিত্রের কোন দিকগুলোর মিল খুঁজে পাওয়া যায়? চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের আলোকে অপূর্বের প্রভাব মূল্যায়ন কর। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৭ ও ৮

ক দশরথ অযোধ্যার রাজা ছিলেন।

খ তরণীসেন বিভীষণের পুত্র হওয়ার পরও সে তার বাবার মতো আদর্শবাদী মনমানসিকতায় গড়ে ওঠে নি। তরণীসেন তার কাকার সাথে রামের বিরুদ্ধে এক ঘোরতর চক্রান্ত করে। যুদ্ধক্ষেত্রে রাম যেন তাকে আঘাত করতে না পারে সেজন্য সে রাম নাম খচিত পতাকা হাতে, রামরাম ধ্বনি করে রামের সৈন্যদের হত্যা করে। বিভীষণ এটা বুঝতে পারে। রাম যদি জানতে পারে বালকটি বিভীষণের পুত্র তাহলে সে বালকটিকে আঘাত করবে না। আর এ কারণে বিভীষণ রামের কাছে প্রথমে পুত্রের পরিচয় গোপন করেন।

গ আলোচ্য উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, অপূর্ব সৎসাহসিকতার সাথে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার স্ত্রীকে উদ্ধার করে। এখানে অপূর্বের মধ্যে সৎসাহসিকতা ও স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠ্যপুস্তকে রাম একইভাবে সীতাকে রাবণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। সৎসাহস মানুষের একটি নৈতিক গুণ। রাম যেমন স্ত্রী সীতাকে জীবন বাজি রেখে বাঁচিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে অপূর্বও জীবনের মায়া ত্যাগ করে স্ত্রীকে রক্ষা করে।

ঘ উদ্দীপকে অপূর্বের কর্মকাণ্ড আমাদের সমাজ জীবনে অনেক প্রভাব ফেলতে পারে। অপূর্বের কাছ থেকে আমরা বিপদে ধৈর্যধারণের শিক্ষা পাই। মানুষের জীবন ফুলশয্যা নয়। যেকোনো সময় যেকোনো বিপদ আসতে পারে। আর সে বিপদে ধৈর্য না হারিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। এছাড়া ঈশ্বর তাঁর ভক্তকে বিপদে ফেলে ধৈর্যের পরীক্ষা নেন। অপূর্ব তার স্ত্রীকে উদ্ধার করে সৎসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে। জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও সে সন্ত্রাসীদের আস্তানায় যেতে দ্বিধা করেনি। অন্যায়, অবিচার সে মুখ বুজে সহ্য করে নি। অপূর্বের মতো আমাদের বিপদে দুর্বলের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। পাশাপাশি অপূর্ব স্ত্রীকে উদ্ধার করতে গিয়ে সে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ ও ভালোবাসা থাকে তার পরিচয় দেয়। নারীরা আমাদের সমাজে দুর্বল এবং অবহেলিত। পুরুষ শাসিত সমাজে তারা নানাভাবে নির্যাতিত। অপূর্বের মতো সমাজের সকল পুরুষের উচিত নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া। বিপদে তাদের পাশে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া।

অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি ও দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এবং চিন্তন দক্ষতা ও মেধাবিকাশে সহায়ক

পাঠ ১ ● ধর্মগ্রন্থে উপাখ্যান সন্নিবেশ করার গুরুত্ব

একক কাজ ▸ ধর্মগ্রন্থে কী থাকে? ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে কী হয়? এ বিষয়ে পোস্টার তৈরি কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২

সমাধান :

প্রকৃতি : একক কাজ।

বিবরণ : ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে যা হয়– এ বিষয়ে নিচে একটি পোস্টার তৈরি করা হলো :

ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে যা হয়

১. ধর্মগ্রন্থে থাকে নানা উপাখ্যানের মাধ্যমে মানুষকে সৎপথে, ন্যায়ের পথে চলার উপদেশ। এ সকল উপদেশ মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা রাখে।

২. ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে পুণ্য হয় এবং মানবিক দিকগুলো জাগ্রত হয়। যার ফলে সকল সকলকে ভালোবাসতে শিখে এবং সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

পাঠ ২ ● মানবতার ধারণা

একক কাজ ▸ (ক) মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা বা সম্মান করে? লেখ।
(খ) কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম লেখ। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০২

সমাধান :

প্রকৃতি : একক কাজ।

ক. যে যে ধর্ম পালন করে তার কাছে সে ধর্মই পবিত্র। ধর্মের বিভিন্ন আদেশ, নির্দেশ, স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত। তাই মানুষ ধর্মকে শ্রদ্ধা বা সম্মান করে।

খ. কয়েকটি ধর্মগ্রন্থের নাম হলো– ১. বেদ, ২. উপনিষদ, ৩. রামায়ণ, ৪. মহাভারত, ৫. পুরাণ, ৬. ভাগবত, ৭. গীতা ও ৮. চণ্ডী ইত্যাদি।

দলীয় কাজ ▸ মানবিক ও পাশবিক আচরণ বা গুণের তুলনা করে ছক তৈরি কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৩

সমাধান :

প্রকৃতি : দলীয় কাজ।

বিবরণ : মানবিক ও পাশবিক আচরণ বা গুণের তুলনা করে নিচে একটি ছক তৈরি করা হলো–

মানবিক আচরণ	পাশবিক আচরণ
নিরন্নকে অন্ন দান করা	নিরন্নকে অন্ন দান না করা
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দান করা	বস্ত্রহীনে বস্ত্র দান না করা
তৃষ্ণার্তকে জল দান করা	তৃষ্ণার্তকে জল দান না করা

দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি দান করা	দৃষ্টিহীনে দৃষ্টি দান না করা
বিদ্যাহীনে বিদ্যা দান করা	বিদ্যাহীনে বিদ্যা দান না করা
ধর্মহীনে ধর্মজ্ঞান দান করা	ধর্মহীনে ধর্মজ্ঞান দান না করা
বিপন্নকে আশ্রয় দান করা	বিপন্নকে আশ্রয় দান না করা
ভয়ার্তকে অভয় দান করা	ভয়ার্তকে অভয় দান না করা
রুগ্নকে ঔষধ দান করা	রুগ্নকে ঔষধ দান না দেওয়া
গৃহহীনে গৃহ দান করা	গৃহহীনে গৃহ দান না করা
শোকার্তকে সান্ত্বনা দান করা	শোকার্তকে সান্ত্বনা দান না করা

পাঠ ৩ ● রন্তিবর্মার মানবতা

একক কাজ ▶ উপাখ্যানটি পড়ে তোমরা কী শিক্ষা পেলে? এ সম্পর্কে খাতায় লেখ। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৪

সমাধান :

প্রকৃতি : একক কাজ।

বিবরণ : এ পৃথিবীতে মানবতার মতো ধর্ম আর নেই। মানবতা গুণটির দ্বারা আমরা আমাদের মহত্ত্ব প্রকাশ করার পাশাপাশি অন্যের উপকার করতে পারব। তাহলো নিজের পুণ্যের পাশাপাশি অপরেরও কল্যাণ হবে।

পাঠ ৪ ও ৫ ● সৎসাহসের ধারণা

একক কাজ ▶ সৎসাহস সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৪

সমাধান :

প্রকৃতি : একক কাজ।

বিবরণ : সৎসাহস সম্পর্কে তিনটি বাক্য নিচে দেওয়া হলো–

১. যখন কেউ দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে তখন সৎসাহস নিয়ে দুর্বলের পক্ষে বাড়ানো উচিত।
২. সৎসাহস মানুষের একটি নৈতিক গুণ।
৩. সৎসাহস ধর্মের অঙ্গ।

দলীয় কাজ ▶ তরণীসেনের আদর্শ সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১০৬

সমাধান :

প্রকৃতি : দলীয় কাজ।

বিবরণ : তরণীসেনের আদর্শ সম্পর্কে নিচে একটি পোস্টার তৈরি করা হলো–

তরণী সেনের আদর্শ

১. স্বাধীনতা রক্ষা করতে যার যতটুকু শক্তি আছে, তা প্রয়োগ করা বা কাজে লাগানোর সৎসাহস থাকা বাঞ্ছনীয়।
২. আমরা তরণীসেনের মতো সৎসাহসী হব।
৩. দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে কখনো পিছপা হব না।

PART 03 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স
Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

▷ স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশে) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৮, ১৫, ১৮, ২৪, ২৯	৩, ৯, ১৩, ১৯, ২২	৫, ১২, ১৬, ২৩, ২৫
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৬, ১১, ২৩, ২৬, ২৮	২, ৮, ১৩, ১৮	৫, ৯, ১৫, ২০
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৬, ৮	২, ৫, ৭	৪, ৯
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৭, ১০, ১৮, ২৩	২, ৬, ১৩	৫, ৯, ১৫

PART 04 যাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment & Evaluation

অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নব্যাংক এবং মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নব্যাংক

১. ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আমরা কী জানতে পারি? সংক্ষেপে লেখ।
২. মানুষ হওয়ার জন্য কোন গুণটি প্রয়োজন?
৩. মানবতার গুণাবলি প্রকাশ পায় কীভাবে?
৪. মানুষের মহত্ত্বের উৎস কোনটি? ব্যাখ্যা কর।
৫. কল্যাণকর পথ বলতে কী বোঝায়?
৬. 'মানবতাহীন মানুষ পশুর সমান'– বুঝিয়ে লেখ।
৭. রন্তিবর্মা কে ছিলেন? সংক্ষেপে লেখ।
৮. রন্তিবর্মা কেন আটচল্লিশ দিন উপবাস ছিলেন?
৯. সৎসাহস বলতে কী বোঝ?
১০. 'তরণী পিতার মতোই ধার্মিক'– বুঝিয়ে লেখ।
১১. রাজা দশরথের পরিচয় দাও।
১২. সৎসাহসী বালক তরণীসেন উপাখ্যান হতে আমরা কী শিক্ষা পাই? সংক্ষেপে লেখ।
১৩. বীরের ধর্ম কী? সংক্ষেপে লেখ।

☑ উত্তরসূত্র : নিজে চেষ্টা কর। উত্তরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য এ বইয়ের ৩২০ – ৩২২ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন অংশে দেখ।

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১ ▶ পরেশের বাড়ি শান্তিপুর গ্রামে। একদিন পাশের বাড়ির একটি ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে পরেশ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে। সে ছেলেটির সাথে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকে এমনকি তাকে আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। অন্যদিকে, নিজ জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও রাধাকান্ত বাবু সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তি দেশ ও জাতির অহংকার।

ক. রাবণ সীতাকে কোন বনে বন্দি করে রেখেছিলেন? ১
খ. শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেছিলেন কেন? ২
গ. পরেশের মধ্যে পাঠ্যের কোন নৈতিক গুণ প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে রাধাকান্ত বাবুর মতো লোক বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রয়োজন আছে কি? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩২৫ পৃষ্ঠার ২নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ২ ▶ নারায়ণ বাবু পরিবারের গর্ব। তিনি সমাজ, দেশ ও জাতির অহংকার। নিজ জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং দেশকে স্বাধীন করেন। দেশ স্বাধীন হলেও তিনি থেমে থাকেননি। বর্তমানে তিনি গরিব-দুঃখীদের যথাসাধ্য দান করেন।

ক. রামায়ণ কে রচনা করেন? ১
খ. উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. মুক্তিযোদ্ধা নারায়ণ বাবু তোমার পাঠ্যবইয়ের কার চরিত্রকে নির্দেশ করে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বর্তমানে নারায়ণ বাবুর কর্মকাণ্ড রন্তিবর্মারই প্রতিচ্ছবি—বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩২৫ পৃষ্ঠার ৩নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৩ ▶ নির্ভীক বাবু জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে যায় এবং দেশ ও দেশের মানুষের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে। কিন্তু যুদ্ধের সময় তার এক হাত কাটা যায়। এতে তার কোনো কষ্ট হয়নি কারণ দেশ ও দেশের মানুষ আজ শত্রুমুক্ত স্বাধীন দেশ হিসেবে মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। অন্যদিকে শ্যামল একদিন নৌকায় নদী পার হচ্ছিল। ঠিক সেই সময় একটি শিশু মায়ের কোল থেকে নদীতে পড়ে যায়। শ্যামল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুশি হয় এবং শ্যামলকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে।

ক. 'অযাচক বৃত্তি' কী? ১
খ. মানুষ কেন অন্য জীব থেকে আলাদা? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের সাথে নির্ভীক বাবুর কার্যকলাপের মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে শ্যামলের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩২৬ পৃষ্ঠার ৫নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৪ ▶ অমলবাবু একজ ব্যবসায়ী। একদিন ব্যবসায়ের কাজে পার্বতীপুর গেলে তিনি হঠাৎ দেখতে পান একটি দোকানে আগুন লেগেছে। নিজের জীবনের চিন্তা না করে তিনি আগুনে আটকা পড়া কর্মচারীদেরকে উদ্ধার করেন। অন্যদিকে সৃজা দুর্গাপূজা উপলক্ষে কেনাকাটা করার জন্য বাজারে যায়। রাস্তায় এক ভিক্ষুক তার কাছে ভিক্ষা চাইলে সে তার জমানো টাকা ভিক্ষুককে দান করে দেয়।

ক. মানুষ কাকে বলে? ১
খ. মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা করে? ২
গ. অমলবাবুর 'সৎ সাহস' তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সৃজা কি প্রকৃতপক্ষে একজন মানবপ্রেমিক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩২৮ পৃষ্ঠার ৮নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৫ ▶ দৃশ্যকল্প-১ : একদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে বাসায় ফেরার সময় প্রণব দেখে প্রচণ্ড শীতে এক ভিক্ষুক কাঁপছে। তখন প্রণব শীতের ভয়াবহতা উপেক্ষা করে নিজের গায়ের দামি চাদরটি খুলে ভিক্ষুককে দিয়ে দিল। চাদরটি পেয়ে ভিক্ষুক প্রণবকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করল।

দৃশ্যকল্প-২ : লিখন নদীর পাড় দিয়ে হাঁটার সময় দেখল কিছু লোক নদী পার হচ্ছে। হঠাৎ একটা শিশু মায়ের কোল থেকে জলে পড়ে গেল। শিশুটিকে কেউ জল থেকে তুলছে না। লিখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিল। ফলে শিশুটির মা লিখনকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করল।

ক. মানবতা কাকে বলে? ১
খ. মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ প্রণবের চরিত্রের সাথে পাঠ্যপুস্তকের যে চরিত্রের মিল আছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ লিখনের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা, সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩২৯ পৃষ্ঠার ৯নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৬ ▶ একদিন বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে কুশল লক্ষ করল একটি শিশু রাস্তায় হাঁটছে। কিন্তু বিপরীত দিক থেকে একটি দ্রুতগামী বাস আসছে। সে শিশুটিকে কোনোমতে রক্ষা করল কিন্তু বাসের একটি চাকা তার পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল। অন্যদিকে, তারই বন্ধু সুজিত একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার সময় একজন বৃদ্ধকে ব্যস্ত সড়ক পার করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। বৃদ্ধ তাকে মনভরে আশীর্বাদ করে।

ক. বিভীষণের স্ত্রীর নাম কী? ১
খ. অযাচকবৃত্তি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. কুশলের মধ্যে পাঠ্যের কোন নৈতিক গুণের প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুজিতের কাজটি রাজা রন্তিবর্মার কাজের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩৩০ পৃষ্ঠার ১২নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৭ ▶ অনুভব কলেজে যাবার সময় দেখতে পেল একজন ছিনতাইকারী এক মহিলার ব্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছে আর মহিলাটি চিৎকার করছেন। তা দেখে অনুভব ছিনতাইকারীকে তাড়া করে ধরে ফেলল। এক সময় ছিনতাইকারীর আঘাতে অনুভবের কপাল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুভব ছিনতাইকৃত ব্যাগ উদ্ধার করে মহিলার হাতে তুলে দিল।

ক. তরণী সেনের পিতার নাম কী? ১
খ. কেন সৎসাহসের প্রয়োজন হয়?— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অনুভবের কৃতকর্ম থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে কীভাবে কাজে লাগাতে পার— আলোচনা কর। ৩
ঘ. অনুভবের সৎসাহস যেন তরণী সেনের সৎসাহসেরই প্রতিরূপ— বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩৩১ পৃষ্ঠার ১৪নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৮ ▶ দীনেশবাবু বেশ অর্থ সম্পদের মালিক। পদ্মার ভাঙনে কয়েকটি পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। সেই পরিবারগুলোকে তিনি তার জমিতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে, অশোক একদিন নদীতে স্নান করছিল। সে দেখল একটি ছোটো ছেলে স্নান করতে করতে গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে। ছেলেটি বাঁচাও বলে চিৎকার করছিল। অশোক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছেলেটিকে বাঁচালো।

ক. বীরের ধর্ম কী? ১
খ. মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দীনেশবাবুর কর্মকাণ্ডে কী প্রতিফলিত হয়েছে? পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অশোকের কাজের মধ্যে যা প্রতিফলিত হয়েছে তা কি তুমি সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩২২ পৃষ্ঠার ১৬নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৯ ▶ তথ্য-১ : অমর বাবু বন্যার্ত মানুষদের খাদ্য, বস্ত্র দান করেন।
তথ্য-২ : কিশোর দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য শহিদ হন।

ক. অযাচক বৃত্তি কী? ১
খ. ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলে কী হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তথ্য-২ এ কোন নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অমর বাবুকে কী একজন প্রকৃত মানুষ বলা যায়? তোমার মতামত দাও। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩৩৪ পৃষ্ঠার ১৯নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ১০ ▶ মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের মতোই কিছু কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। পরবর্তীতে কিছু মানবীয় গুণ অর্জন করলে তবে তাকে মানুষ মনে করা হয়। তখন বলা হয় মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই পাশবিক আচরণগুলো নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি।

ক. মানবতা বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মানবতা একটি নৈতিক গুণ কেন? ২
গ. মানবীয় গুণাবলি অর্জনে ধর্মের ভূমিকা কীরূপ? ৩
ঘ. পাশবিক ও মানবিক গুণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

☑ **উত্তরসূত্র :** ৩৩৪ পৃষ্ঠার ২০নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট

হিন্দুধর্ম শিক্ষা

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

সময়–৩০ মিনিট **বহুনির্বাচনি অভীক্ষা** (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) মান–৩০

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. রামায়ণে কোন যুগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে?
ক সত্য খ দ্বাপর
গ ত্রেতা ঘ কলি

২. ধর্মীয় উপাখ্যান আমাদের শিক্ষা দেয়–
ক ব্রাহ্মণ হতে খ সমাজপতি হতে
গ সন্ন্যাসী হতে
ঘ নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে

৩. মানুষকে সৎপথে চলার উপদেশ রয়েছে–
ক ধর্মগ্রন্থে খ কাব্যগ্রন্থে
গ প্রবন্ধগ্রন্থে ঘ গল্পগ্রন্থে

৪. হিন্দুদের গ্রন্থগুলো হলো–
i. বেদ, উপনিষদ
ii. রামায়ণ, মহাভারত
iii. পুরাণ, ভাগবত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শ্রীদেব আধুনিক হলেও ধর্মভীরু। শিক্ষা জীবনে তাঁকে ধর্মহীন করতে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করা হলেও সে ফাঁদে শ্রীদেব পা দেয় নি। তাই সকলে তাকে ভালোবাসে এবং শ্রদ্ধা করে।

৫. শ্রীদেবের আচরণ থেকে তুমি কী শিক্ষা গ্রহণ করবে?
ক ধৈর্যশীলতার খ অধ্যবসায়ের
গ কঠোর হওয়ার ঘ পরিশ্রমীর

৬. শ্রীদেবের নৈতিক শিক্ষা গ্রহণে–
i. ধর্মগ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম
ii. ধর্মীয় উপাখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম
iii. বিবেকের গুরুত্ব অপরিসীম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়–
ক মানবতা দ্বারা
খ উদারতা দ্বারা
গ দানশীলতার দ্বারা
ঘ পরিশ্রম দ্বারা

৮. মনু + ষ = 'x'। এখানে 'x' এর সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?
ক মানুষ খ মানবতা
গ মানবিক ঘ মানবীয়

৯. মানুষের ভালো গুণকে বলা হয়–
ক প্রকৃত মানুষ খ স্বাভাবিক মানুষ
গ মানবতা ঘ অমানবিকতা

১০. মানুষকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়–
i. মানবতার জন্য
ii. শক্তির জন্য
iii. সাহসের জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
একদিন বাবান স্কুলে যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে এক ক্ষুধার্ত লোক দেখতে পেল। ও লোকটিকে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে? উত্তরে লোকটি বলল ২ দিন সে কিছু খায়নি। তখন বাবান ওর টিফিন বক্সটি লোকটিকে দিয়ে দিল।

১১. বাবানের চরিত্রের গুণটিকে কী বলব?
i. সৎসাহস
ii. মানবতা
iii. জীবসেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ সবগুলো

১২. বাবান যে কাজটি করল। তা হলো–
i. জীবসেবা
ii. সৎসেবা
iii. আত্মসেবা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii গ iii ঘ সবগুলো

১৩. ডা. সুবর্ণা রায় অসুস্থ মানুষদের অর্থ ও ঔষধ দিয়ে সাহায্য করেন। ডাঃ সুবর্ণা রায়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে–
ক সামাজিকতা খ মহানুভবতা
গ সাহসিকতা ঘ মানবতাবোধ

১৪. রন্তিবর্মা কার ভক্ত ছিলেন?
ক বিষ্ণু খ শিব গ কৃষ্ণ ঘ রাম

১৫. রাজা রন্তিবর্মাকে উনপঞ্চাশ দিবসে কে খাবার দিয়েছিল?
ক এক ভক্ত খ এক প্রজা
গ এক ভিক্ষুক ঘ এক শিশু

১৬. অযাচকবৃত্তি বলতে বোঝায়–
i. কারও কাছে কিছু চাওয়া যাবে না
ii. লোকে ইচ্ছে করে যা দিবে তাই দিয়ে দিন যাপন করতে হবে
iii. খাওয়ার ইচ্ছা হলে সামান্য আয়ের করা যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কালীনগর গ্রামের একজন কৃষ্ণভক্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সবকিছু ছেড়ে অযাচকবৃত্তি গ্রহণ করে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তার মতো মানুষ একালে খুব কমই দেখা যায়।

১৭. উদ্দীপকে 'অযাচক' শব্দটি দ্বারা কী বোঝায়?
ক গেট পুরে খাওয়া
খ উপবাস থাকা
গ লোকের ইচ্ছায় জীবনযাপন
ঘ খাবার বিলান

১৮. নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়–
i. মানবতাবোধ
ii. অযাচক বৃত্তি
iii. তৃপ্তি সহকারে খাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. তরণীসেনের পিতার নাম–
ক বিভীষণ খ রাবণ
গ রন্তিবর্মা ঘ দশরথ

২০. বিভীষণের পুত্রের নাম কী ছিল?
ক তরণী সেন খ লক্ষ্মণ
গ মেঘনাদ ঘ বালি

২১. রাবণ সীতাকে কোথায় বন্দী করে রাখে?
ক পঞ্চবটী বনে খ অশোক বনে
গ এসেন বনে ঘ রাজ কারাগারে

২২. 'শত্রুঘ্ন' কোন মায়ের গর্ভের সন্তান ছিলেন?
ক কৌশল্যা খ কৈকেয়ী
গ সুমিত্রা ঘ সুচিত্রা

২৩. 'সাহস' কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক ভয় খ ভীতু
গ নির্ভীকতা ঘ ভীরু

২৪. 'সৎ' শব্দের অর্থ কী?
ক অসৎ পথে চলা খ সৎ পথে চলা
গ অন্যায় পথে চলা ঘ মন্দ পথে চলা

২৫. জাতির অহংকার হলো–
ক ভীরু ব্যক্তি খ দুর্বল ব্যক্তি
গ সৎসাহসী ব্যক্তি ঘ অন্যায়কারী ব্যক্তি

২৬. সীতাকে হরণ করেন কে?
ক রাম খ লক্ষণ
গ মেঘনাদ ঘ রাবণ

২৭. সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নিজেকে উৎসর্গ করার নামই–
i. সৎ সাহস
ii. মানবতা
iii. দেশপ্রেম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ i ও ii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. 'সাহস' কথাটি ব্যবহৃত হয়–
i. ভয়শূন্যতা অর্থে
ii. ভীরুতা অর্থে
iii. নির্ভীকতা অর্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৯ ও ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বীর যোদ্ধারা মা, মাটি, মানুষের কল্যাণে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৎসাহস দেখানো বীরের কর্তব্য। বীরের সৎসাহস সর্বদাই পূজনীয়। রামায়ণে এমন একজন বালক যোদ্ধা ছিল।

২৯. অনুচ্ছেদে পাঠ্যবইয়ের কোন সৎসাহসী যোদ্ধার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে?
ক অরুণসেনের খ তরুণসেনের
গ ধরণীসেনের ঘ তরণীসেনের

৩০. উক্ত যোদ্ধাকে অনুসরণ করে আমাদের উচিত–
i. দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আমৃত্যু যুদ্ধ করা
ii. মা, মাটি, মানুষের কল্যাণ করা
iii. জীবন দিয়ে হলেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	গ	২	ঘ	৩	ক	৪	ঘ	৫	ক	৬	ঘ	৭	ক	৮	ক	৯	গ	১০	ক	১১	খ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	ক
১৬	খ	১৭	গ	১৮	খ	১৯	ক	২০	ক	২১	খ	২২	গ	২৩	গ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ঘ

সময়–২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন) মান–৭০

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ১০ = ২০

১। ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে আমরা কী জানতে পারি? সংক্ষেপে লেখ।
২। মানুষ হওয়ার জন্য কোন গুণটি প্রয়োজন?
৩। মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর।
৪। জীবসেবা সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থে কী বলা হয়েছে? সংক্ষেপে লেখ।
৫। কল্যাণকর পথ বলতে কী বোঝায়?
৬। কাকে আমরা প্রকৃত মানুষ বলতে পারি? বুঝিয়ে লেখ।
৭। রন্তিবর্মা কে ছিলেন? সংক্ষেপে লেখ।
৮। রাজা রন্তিবর্মার মধ্যে কোন গুণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
৯। রাজা রন্তিবর্মা নিজের খাবার ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন কেন?
১০। সৎসাহস বলতে কী বোঝ?
১১। কারা সমাজের জন্য বোঝাস্বরূপ?
১২। তরণীসেনের পরিচয় দাও।
১৩। বিভীষণ পুত্র তরণীসেনের পরিচয় রামের কাছে গোপন করেছিলেন কেন?
১৪। যুদ্ধক্ষেত্রে কেন তরণী রাম নাম গায়ে লিখেছিল?
১৫। কাপুরুষ বলতে কী বোঝায়?

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৫ = ৫০

১। নরেশ পাশের বাড়ির অসুস্থ একটি ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে। সে ছেলেটির সাথে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকে। তাকে আর্থিকভাবেও সাহায্য করে। অন্যদিকে, নিলয়বাবু নিজ জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও সমাজ ও দেশের মঙ্গলের জন্য বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে। এরূপ ব্যক্তি দেশ ও জাতির অহংকার।
ক. রাবণ সীতাকে কোন বনে বন্দি করে রেখেছিলেন? ১
খ. শ্রীরামচন্দ্র মিত্র বিভীষণকে ভর্ৎসনা করেছিলেন কেন? ২
গ. নরেশের মধ্যে পাঠ্যের কোন নৈতিক গুণ প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নিলয় বাবুর মতো লোক বর্তমান সমাজব্যবস্থায় প্রয়োজন আছে কি? পাঠ্যের আলোকে যুক্তি দাও। ৪

২। অয়ন নৌকায় নদী পারাপারের সময় নৌকায় ভিড় ছিল। ভিড়ের মাঝে একটি শিশু মায়ের কোল থেকে জলে পড়ে যায়। সকলে চিৎকার করলেও শিশুটিকে উদ্ধার করতে কেউ আসেনি। অয়ন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়। এতে শিশুটির মা খুবই খুশি হয়। অপরদিকে, তপন দেশ ও দেশের মানুষের জন্য যুদ্ধে অংশ নেন। নিজের কথা না ভেবে প্রাণপণে যুদ্ধ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করেন। যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফিরে আসেন। কিন্তু যুদ্ধে তার একটি পা হারান। এতে তার কোনো কষ্ট হয়নি কারণ দেশ আজ স্বাধীন। এটি তার গর্বের বিষয়।
ক. বীরের ধর্ম কী? ১
খ. বিভীষণ ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. অয়নের সাথে পাঠ্যপুস্তকের কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তপনের কর্মকাণ্ডের শিক্ষা সমাজ ও পারিবারিক জীবনে কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ, তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩। পুলক বাবু একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার গ্রামে আগুনে পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য তার জমানো সমস্ত টাকা জেলা প্রশাসকের হাতে তুলে দেন। অন্যদিকে, রিপন নামে এক বালক আগুন থেকে এক শিশুকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন।
ক. মানবতা কাকে বলে? ১
খ. কাকে শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের পুলকের চরিত্রের সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন চরিত্রের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে রিপনের কর্মকাণ্ডটির শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। মৃণালবাবু অফিসে যাওয়ার পথে দেখতে পান একটি দোকানে আগুন লেগেছে। তিনি নিজের জীবনের চিন্তা না করে আগুনে আটকা পড়া কর্মচারীদেরকে উদ্ধার করেন। অন্যদিকে বিধি কালীপূজা উপলক্ষে কেনাকাটা করার জন্য বাজারে যায়। রাস্তায় জীর্ণদেহী এক ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে সে তার জমানো টাকা ভিক্ষুককে দান করে।
ক. মানুষ কাকে বলে? ১
খ. মানুষ ধর্মকে কেন শ্রদ্ধা করে? ২
গ. মৃণালবাবুর 'সৎ সাহস' তোমার পঠিত বিষয়ের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. বিধি কি প্রকৃতপক্ষে একজন মানবপ্রেমিক? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। উত্তম কলেজে যাবার সময় দেখতে পেল একজন ছিনতাইকারী এক মহিলার ব্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছে আর মহিলাটি চিৎকার করছেন। তা দেখে উত্তম ছিনতাইকারীকে তাড়া করে ধরে ফেলল। এক সময় ছিনতাইকারীর আঘাতে উত্তমের কপাল থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। কিন্তু তা সত্ত্বেও উত্তম ছিনতাইকৃত ব্যাগ উদ্ধার করে মহিলার হাতে তুলে দিল।
ক. তরণী সেনের পিতার নাম কী? ১
খ. কেন সৎসাহসের প্রয়োজন হয়?– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উত্তমের কৃতকর্ম থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা তোমার জীবনে কীভাবে কাজে লাগাতে পার– আলোচনা কর। ৩
ঘ. উত্তমের সৎসাহস যেন তরণী সেনের সৎসাহসেরই প্রতিরূপ– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। তীর্থ বাবু বেশ অর্থ সম্পদের মালিক। পদ্মার ভাঙনে কয়েকটি পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। সেই পরিবারগুলোকে তিনি তার জমিতে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। অন্যদিকে, অর্ণব একদিন নদীতে স্নান করছিল। সে দেখল একটি ছোটো ছেলে স্নান করতে করতে গভীর জলে ডুবে যাচ্ছে। ছেলেটি বাঁচাও বলে চিৎকার করছিল। অর্ণব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছেলেটিকে বাঁচালো।
ক. বীরের ধর্ম কী? ১
খ. মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তীর্থ বাবুর কর্মকাণ্ডে কী প্রতিফলিত হয়েছে? পাঠ্যের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. অর্ণবের কাজের মধ্যে যা প্রতিফলিত হয়েছে তা কি তুমি সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭। মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের মতোই কিছু কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। পরবর্তীতে কিছু মানবীয় গুণ অর্জন করলে তবে তাকে মানুষ মনে করা হয়। তখন বলা হয় মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। তাই পাশবিক আচরণগুলো নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি।
ক. মানবতা বলতে কী বোঝায়? ১
খ. মানবতা একটি নৈতিক গুণ কেন? ২
গ. মানবীয় গুণাবলি অর্জনে ধর্মের ভূমিকা কীরূপ? ৩
ঘ. পাশবিক ও মানবিক গুণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বরের সিডর সাতক্ষীরা জেলার জয়দেবপুর গ্রামের অজয়ের জীবনের সবকিছু কেড়ে নিয়ে যায়। ঘরবাড়ি ও একমাত্র বৃদ্ধ মাকে হারিয়ে সে প্রায় দিশেহারা। টানা আট দিন তেমন কিছুই খাওয়া হয় নি। রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে যে ত্রাণ দেওয়া হয় তাতে অজয়ের কপালে কিছু শুকনা চিড়া জোটে। যখনই সে খেতে যাবে এমন সময় এক বৃদ্ধা মুমূর্ষু অবস্থায় তার সামনে দাঁড়িয়ে কিছু খাবারের আকুতি জানায়। অজয় তার চিড়া বৃদ্ধাকে দিয়ে বলে, নাও তোমার ক্ষুধা নিবারণ কর।
ক. রন্তিবর্মা কেমন প্রকৃতির রাজা ছিলেন? ১
খ. 'অযাচকবৃত্তি' বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অজয়ের কাজটির মাধ্যমে কি প্রকৃত মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'অজয়ের অনুভূতি যেন রন্তিবর্মার অনুভূতিরই প্রতিফলন'– আলোচ্য উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র ▶ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১ ▶ ৩২০ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্নোত্তর | ৪ ▶ ৩২১ পৃষ্ঠার ৭নং প্রশ্নোত্তর | ৭ ▶ ৩২১ পৃষ্ঠার ১৩নং প্রশ্নোত্তর | ১০ ▶ ৩২২ পৃষ্ঠার ১৯নং প্রশ্নোত্তর | ১৩ ▶ ৩২২ পৃষ্ঠার ২৬নং প্রশ্নোত্তর
২ ▶ ৩২০ পৃষ্ঠার ৩নং প্রশ্নোত্তর | ৫ ▶ ৩২১ পৃষ্ঠার ৯নং প্রশ্নোত্তর | ৮ ▶ ৩২১ পৃষ্ঠার ১৫নং প্রশ্নোত্তর | ১১ ▶ ৩২২ পৃষ্ঠার ২১নং প্রশ্নোত্তর | ১৪ ▶ ৩২২ পৃষ্ঠার ২৮নং প্রশ্নোত্তর
৩ ▶ ৩২১ পৃষ্ঠার ৫নং প্রশ্নোত্তর | ৬ ▶ ৩২১ পৃষ্ঠার ১১নং প্রশ্নোত্তর | ৯ ▶ ৩২১ পৃষ্ঠার ১৭নং প্রশ্নোত্তর | ১২ ▶ ৩২২ পৃষ্ঠার ২৩নং প্রশ্নোত্তর | ১৫ ▶ ৩২২ পৃষ্ঠার ৩০নং প্রশ্নোত্তর

উত্তরসূত্র ▶ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▶ ৩২৫ পৃষ্ঠার ২নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৩ ▶ ৩২৭ পৃষ্ঠার ৬নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৫ ▶ ৩৩১ পৃষ্ঠার ১৪নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৭ ▶ ৩৩৪ পৃষ্ঠার ২০নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▶ ৩২৬ পৃষ্ঠার ৪নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৪ ▶ ৩২৮ পৃষ্ঠার ৮নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৬ ▶ ৩৩২ পৃষ্ঠার ১৬নং প্রশ্ন ও উত্তর | ৮ ▶ ৩৩৫ পৃষ্ঠার ২২নং প্রশ্ন ও উত্তর